www.BANGLAKITAB.com

॥ মহব্বতের বিশেষত্ব এবং দাবী ॥

এক ব্যক্তির ঘটনা লিখিত আছে : কোন এক ব্যক্তিকে ভালবাসার অপরাধে শাস্তি দেওয়া হইতেছিল। নিরানব্বই কোড়া পর্যন্ত সে 'উঃ" শব্দটি করে নাই। কিন্তু অতঃপর যে একটি কোড়া লাগিল তাহাতে সে খুব জোরে চীৎকার করিয়া "উঃ" শব্দ করিল। লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, নিরানব্বই চাবুক পর্যন্ত আমার মা'শুক সম্মুখে দাঁড়ান ছিল, তখন আমি এই আনন্দ পাইতেছিলাম যে, মাহ্‌বুব আমার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতেছে। কাজেই কোন কষ্ট বোধ হয় নাই। সর্বশেষ চাবুকের সময় মাহ্‌বুব চলিয়া গিয়াছিল, কাজেই সেই আঘাতের চোট খুব অনুভূত হইয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাই বলিতেছেন :

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

"আর তুমি তোমার প্রভুর আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধরিয়া থাক। তুমি তো আমার চক্ষের সামনে আছ।"

ইহাতে বুঝা যায়, এই কল্পনার মধ্যেও এই বিশেষত্ব আছে যে, কষ্ট আরামে রূপান্তরিত হইয়া যায়। আর আশেকরাও এই আকাঙ্ক্ষাই করিয়াছেন :

بجرم عشق توام می کشند غوغا ئیست + تو نیز بر سر بام آ که خوش تماشا ئیست

"তোমার এশ্‌কের অপরাধে আমাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। বেশ শোরগোল হইতেছে। তুমিও ছাদের উপরে আস, কেননা, সুন্দর একটি তামাশা।" এই যে, ছাদের দিকে ডাকিতেছে—শুধু এই আনন্দ ও শান্তির জন্যই। অতএব, মহব্বতের মধ্যে যখন এই বিশেষত্ব রহিয়াছে, তখন যাঁহাদিগকে আপনারা কষ্টের মধ্যে মনে করিতেছেন এবং তাঁহাদের এই সহনশীলতার অবস্থা দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিতেছেন তাঁহারাও যদি এই কষ্টে শান্তি বোধ করেন, তবে বিচিত্র কি ?

হাদীস শরীফে আসিয়াছে—একজন ছাহাবী (রাঃ) নামাযের মধ্যে কোরআন পড়িতেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার গায়ে একটি তীর আসিয়া বিদ্ধ হইল। কিন্তু তিনি কোরআন পাঠ বন্ধ করিলেন না। অপর একজন ছাহাবী (রাঃ) তথায় শায়িত ছিলেন। জাগিয়া তিনি এই অবস্থা দেখিলেন এবং নামাযী সালাম ফিরাইবার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, কোরআন পাঠ বন্ধ করিতে ইচ্ছা হইল না। (রক্ত বাহির হওয়ায় ওযু ও নামায বাতিল হওয়া একটি ফেক্‌হী মাস্‌আলা, ইহাতে মতভেদ আছে।)

ফলকথা, মহব্বৎ এইরূপ বস্তু। কিন্তু আমরা যেহেতু মহব্বতের স্বাদ কোনদিন গ্রহণ করি নাই কাজেই আমরা মনে করিয়া থাকি এ সমস্ত লোক কষ্টের মধ্যে আছে। অথচ তাহারা বাস্তবিক পক্ষে কষ্টের মধ্যে নহেন। কেননা, মুছিবতের মূলটিই মুছিবৎ, বাহিরের রূপের নাম মুছিবৎ নহে। অতএব, এরূপ সন্দেহ আর থাকিতে পারে না যে,

www.BANGLAKITAB.com

"আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ কষ্টের মধ্যে আছেন।" আর একথাও প্রমাণিত হইল যে, নাফরমানীর সহিত শান্তি ও ইয্‌যৎ নাই এবং এবাদৎ ও ফরমাঁবরদারীর সহিত কষ্ট এবং অপমান নাই। অতএব যদি আমরা ইয্‌যতের প্রত্যাশী হই, তবে আমাদের কর্তব্য—খোদার আনুগত্য অবলম্বন করা। যখন হইতে আমরা তাহা ছাড়িয়া দিয়াছি, তখন হইতেই আমাদের ইয্‌যত ও শান্তি চলিয়া যাইতেছে। একথাই এখন বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। আল্‌হামদু লিল্লাহ্‌ তাহা যথেষ্ট বর্ণিত হইয়াছে।

॥ চরিত্র সংশোধন ও সামাজিক জীবন ॥

এখন এই আয়াতটি সম্বন্ধে কয়েকটি বিভিন্ন প্রকারের ফায়দা বর্ণনা করিতেছি। তাহা আলেমদের জন্য অধিক হিতকর হইবে। অর্থাৎ, বর্ণিত বিষয়গুলি ছাড়াও এই আয়াতের মধ্যে আরও কিছু অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। সে সমস্ত অর্থ সম্বন্ধেও লোকে ভুল করিয়া থাকে। যেমন, একটি অর্থ এই যে, শরীয়তে আকীদা, কাজ কারবার ইত্যাদি যেমন উদ্দেশ্য তদ্রূপ সৎভাবে সামাজিক জীবন যাপনও শরীয়তের অংশ বিশেষ।

যেমন, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়া এবং প্রয়োজনের সময় উঠিয়া যাওয়া, যাহা সামাজিক জীবনের অন্তর্গত। আয়াতে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার উল্লেখ এবং আদেশ করা হইয়াছে।

সারকথা এই যে, মানুষ এখন ধর্মের অংশগুলিকে সংক্ষেপ করিয়া ফেলিয়াছে। কেহ শুধু আকায়েদকেই গ্রহণ করিয়া লইয়াছে : مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ "যে লা-এলাহা ইল্লাল্লাহু"বলিয়াছে সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।" শুধু এই হাদীসকে গ্রহণ করিয়া ইহারা নামায ইত্যাদি এবাদতকে একদম উড়াইয়া দিয়াছে। ইহারা বলে—শাস্তি ভোগ করিয়া কোন এক সময়ে বেহেশ্‌তে অবশ্যই চলিয়া যাইবে। এ সমস্ত লোক আমলকে কার্যক্ষেত্রে একদম পরিত্যাগ করিয়াছে। আর কেহ কেহ আকায়েদের সঙ্গে আমলকেও গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে কাজ কারবার বা ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়গুলি কার্যতঃ খারিজ করিয়া দিয়াছে। অর্থাৎ, নামায রোযার প্রতি গুরুত্ব অবশ্য প্রদান করিতেছে, কিন্তু আদান-প্রদানের ব্যাপারে শরীয়তের পরোয়া মোটেই করে না যে, ইহা জায়েয হইল, কি, না-জায়েয হইল। এতদ্ভিন্ন আমদানীর উপায়সমূহেও মোটেই খেয়াল করে না। আর কেহ কেহ এমনও আছেন যাঁহারা ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়গুলিকেও শরীয়তের অংশ সাব্যস্ত করিয়াছেন, কিন্তু আভ্যন্তরীণ স্বভাব-চরিত্র সংশোধন করাকে শরীয়তের অংশ মনে না করিয়া উহাকে তেমন জরুরী বিষয় বলিয়া গণ্য করেন নাই। অতি অল্প সংখ্যক লোক আছেন যাঁহারা ইহার প্রতিও গুরুত্ব দান করিতেছেন। কেহ কেহ এমনও আছেন যাঁহারা দীর্ঘ দিন ধরিয়া অপরের

www.BANGLAKITAB.com

সংশোধনে লিপ্ত আছেন ; কিন্তু স্বয়ং তাঁহাদের স্বভাবে ও চরিত্রে মানুষ ব্যাপকভাবে কষ্ট পাইতেছে। অথচ তাহারা নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বেপরোয়া ; বরং খবরও রাখেন না যে, "আমরা কি কর্ম করিতেছি।" আর এমন লোক তো অনেকই আছে যাহারা রাস্তায় কোন গরীব মুসলমানকে দেখিলে নিজে আগে কখনও সালাম দিবেন না ; বরং তিনি তাহা হইতে সালাম পাওয়ার প্রতীক্ষায় থাকেন। আর কেহ কেহ আকায়েদ, আমল এবং কাজ-কারবার সংক্রান্ত মাসায়েলের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ স্বভাব-চরিত্রের সংশোধনকেও শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া থাকেন এবং উহার জন্য যথেষ্ট উপায়ও অবলম্বন করেন। কিন্তু তাঁহারা সামাজিক জীবনের আবশ্যকীয় মাসায়েলগুলিকে শরীয়তের বহির্ভূত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ইহা তো আমাদের পারস্পরিক আচরণ। ইহার সহিত শরীয়তের কি সম্পর্ক ? যদিও একথা অবশ্যই সত্য যে, শরীয়তের সমস্ত অংশগুলি সমান স্তরের নহে, তথাপি সবগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজেব। মোটকথা, এই প্রকারের বহু লোক দেখা যায়, তাহারা দ্বীনদারও ; বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ স্বভাবও তাহাদের দুরুস্ত আছে। কিন্তু সামাজিক জীবনের অধিকাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে এদিকে লক্ষ্য করে না যে, তদ্দ্বারা অপর লোক তো কষ্ট পাইবে না ? কোন কোন সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে অনেক বেশী কষ্ট পৌঁছিয়া থাকে। কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। অথচ হাদীসে বহু জায়গায় বর্ণিত আছে যে, হুযুর (দঃ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি ততখানি লক্ষ্যই রাখিতেন এবং গুরুত্ব দিতেন যতখানি বড় বড় বিষয়ের প্রতি দিতেন।

এ সম্বন্ধে আমি একটি চটি কিতাব সঙ্কলন আরম্ভ করিয়াছি। উহার নাম রাখিয়াছি—"আদাবুল মোআশারাত।" (১)

এই ধরনের বহু হাদীস উক্ত কিতাবটির ভূমিকায় একত্রিত করিয়া দিয়াছি। আপনারা উক্ত কিতাবটি সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোআ করুন। সেই হাদীসগুলি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন শরীয়তে ইস্‌লাম এমন কার্য কখনও জায়েয রাখে না যদ্দ্বারা কাহারও সামান্য মাত্র কষ্ট পৌঁছিতে পারে কিংবা কোন প্রকারের বোঝা আসিয়া চাপে। এই যুগে এই রোগটি এত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে, যাঁহারা দাবী করিয়া থাকেন—তাঁহারা কেবল আল্লাহ্ আল্লাহ্ করেন এবং নানাবিধ যেকের ও ওযিফায় নিমগ্ন আছেন। তাঁহারাও এবিষয়ে কোন পরোয়া করেন না এবং এই বিষয়টিকে কার্যতঃ শরীয়ত হইতে খারিজ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি এই অবস্থাটির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই নিজ দায়িত্বে এই বিষয়টি জরূরী মনে করিয়া লইয়াছি যে, যাঁহারা আমার নিকট আসিবেন তাঁহাদিগকে যেকের ও ওযিফায় লাগান অপেক্ষা অধিকতর তাহাদের স্বভাব-চরিত্র ও সামাজিক জীবনেরই সংশোধন করা উচিত, যেন জীবনযাপন

(১) আল্‌হামদু লিল্লাহ্, উক্ত কিতাবটি সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

প্রণালীর কোন একটি অংশে সাংঘ পরিমাণ ত্রুটি না হয়। কেননা, ইহার বড়ই প্রয়োজন। এই সামাজিক জীবন-যাপন প্রণালীর সংশোধন আমাদের মধ্য হইতে একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে।

॥ সংশোধনের পন্থা ॥

ইহার বিস্তারিত বিবরণ যে পর্যন্ত জানা না যায়, আমি ইহার একটি সহজ মাপকাঠি বলিয়া দিতেছি যে, ইহাতে একটু মনোযোগ দিলে প্রায় সবগুলি সামাজিক জীবন-যাপন প্রণালী আপনাআপনি বুঝে আসিতে আরম্ভ করিবে। সেই মাপকাঠি এই—যখন কোন মানুষের সহিত কোন প্রকার আচরণ করিতে হয়, যদিও তাহা আদব এবং তা'যীমের আচরণ হয় প্রথমে দেখিয়া লইবে যে, লোকটির সহিত আমার যে সম্পর্ক সে সম্পর্ক তাহার সহিত আমার হইলে সে যদি আমার প্রতি এরূপ আচরণ করিত, তবে তাহা আমার অপছন্দনীয় হইত কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে নিজের অন্তর হইতে যে কথাটি বাহির হইবে তাহারই অনুযায়ী অপরের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে।

এক সময় আমি পড়িতেছিলাম। এক ব্যক্তি আসিয়া আমার পশ্চাদ্দিকে বসিয়া গেল। তখন আমি তাহাকে নিষেধ করিলে সে তাহা মানিল না। অতএব, আমিও তাহার পশ্চাদ্দিকে বসিলাম। ইহাতে সে ঘাবড়াইয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম, জনাব! পশ্চাদ্দিকে বসা যদি অপছন্দনীয় কাজই হয়, তবে নিষেধ করা সত্ত্বেও আপনি কেন আমার পিছনে বসিলেন? এমন গর্হিত কাজ হইতে নিবৃত্ত কেন হইলেন না? আর যদি পছন্দনীয় এবং ভাল কাজ হয়, তবে আমাকে কেন বসিতে দিতেছেন না?" আমি আরও বলিলাম, আপনি অনুমান করুন, আমি আপনার পশ্চাদ্দিকে বসিবার কারণে আপনার মনে কি পরিমাণ কষ্ট হইয়াছে? ইহা হইতেই আমার কষ্টটুকুও অনুমান করিয়া লউন। আমার পরিবর্তে যদি অন্য কেহ আসিয়া এই ভাবে আপনার পশ্চাদ্দিকে বসিত, তবে তখনও আপনার মনে কষ্ট হওয়া সুনিশ্চিত ছিল। যদিও আমার বসা এবং অন্য কাহারও বসার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য হয়, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে কাহারও মনে সামান্য কষ্ট প্রদান করাও জায়েয নহে।

আল্লাহ্ জানেন, মানুষ কাহারও পশ্চাদ্দিকে বসার মধ্যে কি সার্থকতা মনে করে। ইহাই কি ধারণা করে যে, "তিনি একজন বুযুর্গ লোক। তাঁহার ভিতর দিয়া আমার এবাদৎ সম্মুখের দিকে বাহির হইয়া গেলে আল্লাহ্‌র দরবারে অবশ্যই কবুল হইবে?" সে যেন উক্ত বুযুর্গ লোককে "খছ" নির্মিত পর্দার ন্যায় ফাঁক বিশিষ্ট মনে করে। যাহার ভিতর দিয়া এবাদৎ বায়ুর ন্যায় যাতায়াত করিবে।

www.BANGLAKITAB.com

আবার কেহ কেহ এমন বিপদও করিয়া বসে যে যাহাকে বুযুর্গ মনে করে তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নামায আরম্ভ করিয়া দেয়। ইহার ফলে তিনি উঠিতে চাহিলে উঠিতে পারেন না।

বন্ধুগণ! এটা কেমন ধরনের আদব; এক জনের পথ বন্ধ করিয়া দিয়া বসাইয়া রাখা হইল! মনে করুন, সেই ব্যক্তি নামাযের নিয়ত করার সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত বুযুর্গ লোকের পায়খানায় যাওয়ার আবশ্যক হইল, আবশ্যকও নিতান্ত অপরিহার্য। এমতাবস্থায় তিনি কি করিবেন? হয়ত নামাযের সম্মুখ দিয়া উঠিয়া যাইতে হইবে; নতুবা চারি রাকাত নামায পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত কষ্ট বরদাশ্‌ত করিয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইবেন।

এইরূপে কাহারও অভ্যাস—বুযুর্গ লোকের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার কদমবুছি করিয়া থাকে। তাঁহার মনে ইহাতে কষ্ট হয় কি না কোনই পরোয়া করে না। তিনি বারণ করিলে মনে করে কৃত্রিম দরবেশীর ভান করিতেছেন। নিষেধ মানে না, অথচ ভাবিয়া দেখা উচিত, তাঁহার নিষেধ করাকে যদি কৃত্রিমতা এবং তাঁহাকে কৃত্রিম মনে করা হইল, তবে তো তিনি আর বুযুর্গই রহিলেন না। তবে তাঁহার কদমবুছি কেন?

একবার আমি বাংলা দেশে সফর করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। কদমবুছির রসমটি তথায় এত অধিক প্রচলিত দেখিলাম যে, অন্য কোথাও হয়ত এরূপ রসম কচিৎই দেখা যাইতে পারে। যে ব্যক্তিই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, মুসাফাহার পরে কদমবুছিও করিত। দুই চারি জনকে আমি নিষেধ করিলাম, কিন্তু যখন দেখিলাম যে, কেহই মানে না। তখন আমি এই উপায় অবলম্বন করিলাম, যে ব্যক্তিই আমার কদমবুছি করিত, আমিও তাহার পায়ে হাত দিতাম। তাহারা ঘাব্‌ড়াইয়া যাইত। তখন আমি বলিতাম: 'জনাব! পা ধরা যদি ভাল কাজ হয়, তবে আমাকে কেন উহার অনুমতি দেওয়া হয় না?' তাহারা বলিত: "আপনি বুযুর্গ লোক।" আমি বলিতাম: "আমি কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমি আপনাকে বুযুর্গ মনে করিতেছি।" তখন তাহারা কদমবুছি ত্যাগ করিল।

॥ সম্মান ও তা'যীমের নিয়ম ॥

আমি বলি, যে সমস্ত উপকরণ বাহ্য দৃষ্টিতে অপরের মনঃকষ্টের কারণ তাহা পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য হওয়া সম্বন্ধে তো কাহারও দ্বিমত নাই। কিন্তু আজকালের প্রচলিত নিয়মে যাহাকে তা'যীম বলা হয়, তাহাও যদি মনঃকষ্টের কারণ হয়, তবে তাহাও পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। আমি আমার মুরব্বিয়ানের খেদমত অধিকাংশ সময়ে এই কারণে করি নাই যে, হয়ত আমার অজ্ঞতা বশতঃ আমার খেদমতে তাঁহার

www.BANGLAKITAB.com

মনে কষ্ট হইতে পারে। অথবা তাঁহার অন্তরে আমার প্রতি লেহায বা সম্মান বোধ থাকিতে পারে। আর এই কারণেও তাঁহার মনে কষ্ট হওয়া বিচিত্র নহে। কোন কোন লোকের প্রতি কাহারও এমন সম্মান-বোধ থাকে যে, প্রবৃত্তির প্রতি জোর দেওয়া সত্ত্বেও তাহা কোনরূপেই বিস্মৃত হয় না। অতএব, এরূপ ব্যক্তি যদি আসিয়া শরীর দাবাইতে কিংবা পাখা ঝুলাইতে আরম্ভ করে, তবে উহাতে আরামের পরিবর্তে কষ্ট হয়। এখন মানুষ উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসিয়া চাপিয়া ধরে। এরূপ ক্ষেত্রে বিবেক খাটাইয়া কাজ করা উচিত। যদি নিজের ততটুকু বিবেক না থাকে, তবে কেহ বারণ করিলে জিদ করা উচিত নহে।

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হুযুরের (দঃ) জন্য জান কোরবান করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহারা বলেন, যেহেতু আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তাঁহার তা'যীমের জন্য আমাদের দণ্ডায়মান হওয়া তিনি পছন্দ করিতেন না; সুতরাং আমরা তাঁহার তা'যীমের জন্য দাঁড়াইতাম না।

আমার ছাত্র জীবনের একটি ঘটনা স্মরণ হইল। হযরত মাওলানা ইয়াকুব (রঃ) যখন মাদ্রাসায় তশ্‌রীফ আনিতেন, তখন আমরা সকলে তাঁহার তা'যীমের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতাম। একদিন হযরত মাওলানা বলিলেন, ইহাতে আমার মনে কষ্ট হয়, আমি আসিলে তোমরা দাঁড়াইও না। তখন হইতে আমরা আর তাঁহার তা'যীমের জন্য দাঁড়াইতাম না। মনে অবশ্য প্রেরণা উৎপন্ন হইত, কিন্তু কল্পনা করিতাম—তা'যীম করার উদ্দেশ্য তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা, অতএব যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন তাহাই করা সঙ্গত।

কেহ কেহ বুযুর্গ লোকের জুতা বহন করিয়া নেওয়ার জন্য জিদ ধরিয়া থাকে। মূলতঃ ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু কোন সময় নিষেধ করিলে তৎক্ষণাৎ সে কাজ হইতে নিবৃত্ত থাকা কর্তব্য। কেননা, জিদ ধরিলে মনে কষ্ট হয়।

একবার আমার ওস্তাদ হযরত মাওলানা ফতেহ্ মোহাম্মদ ছাহেব থানাভোয়ানের জামে মসজিদ হইতে জুমুআর নামায পড়িয়া গৃহে চলিলেন। জুতা হাতে করিয়া মসজিদের মধ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছিলে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার হাত হইতে জুতা লইতে চাহিল। মাওলানা বিনয়ের সহিত অস্বীকার করিলেন, কিন্তু লোকটি তাহা মানিল না। কথা কাটাকাটিতে অনেক বিলম্ব হইল এবং সেই নির্বোধের কারণে মাওলানাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রখর সূর্যের কিরণের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। সে যখন দেখিল যে, মাওলানা কোনক্রমেই মানিতেছেন না, তখন সে এক হাতে মাওলানার হাতের কব্জা ধরিল এবং অপর হাতের সাহায্যে হেচ্‌কা টান মারিয়া জুতা লইয়া ফেলিল এবং দৌড়াইয়া গিয়া ফরশের বাহির প্রান্তে নিয়া রাখিল। সে নিজের এই কৃতকার্য তার জন্য খুব খুশী হইল। এই ব্যবহার দেখিয়া আমার খুব অপছন্দ হইল। সেই লোকটিকে আমি খুব তিরস্কার করিলাম এবং বলিলাম, হতভাগ্য! জুতা

www.BANGLAKITAB.com

বহন করিয়া নেওয়াকেই তুমি তা'যীম মনে করিলে, কিন্তু এই বেতমিযী ও বেআদবীর প্রতি লক্ষ্যই হইল না যে, তুমি উত্তপ্ত মেজের উপর মাওলানাকে দাঁড় করাইয়া রাখিলে এবং হাতে ঝট্‌কা মারিয়া তাঁহার নিকট হইতে জুতা ছিনাইয়া নিলে? আজকাল লোকে তা'যীমের নামই খেদমত রাখিয়াছে। অথচ তা'যীমকে খেদমত বলা হয় না এবং খেদমত বলে আরাম পৌঁছানকে। অতএব, যে বুযুর্গ তা'যীমে খুশী হন না; পরন্তু উহা করিতে নিষেধ করেন, তাঁহার প্রতি এত তা'যীম করিও না।

॥ আরাম পৌঁছানের নিয়ম ॥

সারকথা এই যে, যে কাজে কাহারও মনে কষ্ট হয়, তাহা একেবারে ত্যাগ করা আবশ্যক। যদিও তাহা বাহ্যিক আকারে তা'যীমই হইয়া থাকে। আর যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা'যীম না হয়, তবে তো তাহা নিন্দনীয় এবং অবশ্য পরিহার্য হওয়া দিবালোকের মত স্পষ্ট। যেমন, রাত্রে এক ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার এস্তেন্‌জার প্রয়োজন হইল। সে বসিয়া খুব জোরে জোরে সশব্দে ঢিলার চাকা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। যাহার ফলে নিকটে শয়িত লোকদের ঘুম নষ্ট হইল, ঘুম নষ্ট হওয়ায় তাহাদের মধ্যে কাহারও মাথায় ব্যথা ধরিল, কাহারও বা চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল, কাহারও বা ফজরের নামায কাযা হইয়া গেল। এই বিষয়গুলি বাহ্য-দৃষ্টিতে খুব ছোট এবং সাধারণ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়া বড়ই ক্ষতিকর। ফকীহ্‌গণ এতটুকু পর্যন্ত লিখিয়াছেন যে, সশব্দে আল্লাহ্‌র নাম যেকের করিলে যদি নিকটে শায়িত লোকের ঘুমের ক্ষতি হয়, তবে সশব্দে যেকের করা হারাম। অতএব, যখন কোন মানুষের কষ্ট পৌঁছাইয়া আল্লাহ্‌র নাম লওয়াও জায়েয নহে, তখন অন্য কাজ অপরের মনে কষ্ট দিয়া করা কেমন করিয়া জায়েয হইবে?

নাসায়ী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে: বিশ্বের সরদার হুযূরে আকরাম (দঃ) একবার হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহে আরাম করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে রাত্রিকালে তাঁহার গাত্রোত্থানের প্রয়োজন হইল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন: قَامَ رُوَيْدًا অর্থাৎ, তিনি খুব ধীরে ধীরে উঠিলেন, وَفَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا এবং নিঃশব্দে দরজা খুলিলেন, وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا এবং খুব ধীরে জুতা পায়ে দিলেন, وَخَرَجَ رُوَيْدًا এবং নিঃশব্দে বাহির হইলেন। মোট কথা, কয়েক স্থানে رُوَيْدًا 'নিঃশব্দে' শব্দটি রেওয়ায়তে আসিয়াছে।

হাদীসটি খুব দীর্ঘ। হযরত আয়েশা (রাঃ)ও গাত্রোত্থান করিয়া চুপিচুপি হুযূরের পিছে পিছে চলিলেন। হুযূর (দঃ) জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে তশ্‌রীফ নিলেন, হযরত আয়েশাও তাঁহার পাছে পাছে রহিলেন। হুযূর (দঃ) প্রত্যাবর্তন করিতে আরম্ভ করিতেই হযরত আয়েশা (রাঃ) দ্রুত আসিয়া নিজের বিছানায় শয়ন করিলেন। হুযূর (দঃ)

www.BANGLAKITAB.com

প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার নিশ্বাস জোরে জোরে বহিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন : مَالَكِ يَا عَائِشَةُ حَشْيَا رَابِيَةً অর্থাৎ, "হে আয়েশা! তোমার নিশ্বাস জোরে বহিতেছে কেন?" তিনি লুকাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু লুকাইতে পারিলেন না। কাজেই তিনি পিছে পিছে যাওয়ার ঘটনাটি পুরাপুরি বর্ণনা করিলেন। ইহা শুনিয়া হুযুর (দঃ) বলিলেন : "তুমি সম্ভবতঃ ধারণা করিয়াছিলে যে, আমি তোমার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে অন্য বিবির কাছে চলিয়া যাইব? এমনও কি সম্ভব?" যাহা হউক, হাদীসটি আরও দীর্ঘ।

এই হাদীসটি হইতে আমার শুধু এতটুকু কথা বলা উদ্দেশ্য যে, হুযুর (দঃ) সকলেরই প্রাণাধিক প্রিয় ছিলেন। তিনি কাহাকে কষ্ট দিলেও লোকে উহাকে শাস্তি বলিয়াই মনে করিত। বিশেষতঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) তো তাঁহার জন্য চরম আশেকা ছিলেন। তাঁহার সশব্দে বাহির হওয়ার ফলে হযরত আয়েশার যদি ঘুম ভাঙ্গিয়াও যাইত, তবুও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার বা মনে কষ্ট নেওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না; কিন্তু অবস্থাটি যেহেতু বাহ্যতঃ কষ্টদায়ক ছিল, কাজেই হুযুর (দঃ) তাহাও পছন্দ করেন নাই। কষ্ট নিবারক এতকিছু বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হুযুর (দঃ) তৎপ্রতি এতটুকু লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তবে যে কাজে অপরের মনে কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে তদ্রূপ কার্য করিতে আমাদের জন্য কিরূপে অনুমতি থাকিতে পারে?

কাহারও কাহারও অভ্যাস আছে—সফরে গমনকারীকে কিছু না কিছু একটা ফরমাইশ করিয়া থাকে। ইহাতে অনেক সময় মুসাফির ব্যক্তির এত কষ্ট হয় যে, তাহা অবর্ণনীয়। আমি যখন কানপুরে ছিলাম তখন দেখিতাম, কেহ লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলে অনেকে ফরমাইশ করিত : "আমার জন্য অমুকঅমুক তরকারী আনিবেন।" সময় সময় সেই মুসাফির বেচারার বাসস্থান তরকারীর বাজার হইতে এত দূরে হইত যে, বাজার পর্যন্ত যাইতে তাহার অন্ততঃ দুই আনা পয়সা 'এক্কা' ভাড়া লাগিত। অতএব, নিজের পকেট হইতে দুই আনা পয়সা খরচ করিয়া এই ফরমাইশকারীর এক আনার ফরমাইশ তা'মীল করিতে হইত। অথচ লজ্জায় এক্কা ভাড়ার দুই আনা পয়সা চাহিয়া লইতে পারিত না। এইরূপে ফরমাইশ তা'মীল না করিলে আবার সারা জীবনের জন্য অনুযোগ ক্রয় করিতে হইত। আবার অনেকে এমন বিপদও করিয়া বসে যে, ফরমাইশী বস্তুর মুল্যও দিত না। মুসাফির ব্যক্তি যেন বাড়ী হইতে ধনভাণ্ডার সঙ্গে লইয়া চলিয়াছে নিজের এবং অন্যান্য সকলের সর্বপ্রকারের প্রয়োজন মিটাইয়া আসিবে।

কেহ কেহ এরূপও করেন যে, একখানা চিঠি কাহারও নামে লিখিয়া সফরে গমনকারী ব্যক্তির হাতে দিয়া দিল, ইহাতেও অনেক সময় নানাবিধ কষ্ট হইয়া থাকে। প্রেরণকারী নিশ্চিন্ত থাকে, "আমার চিঠি মালিকের নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঘটনাক্রমে সফরে গমনকারী অনেক সময় গন্তব্য স্থানে ঠিক সময়ে না পৌঁছিয়া

www.BANGLAKITAB.com

মধ্য পথে থাকিয়া যায়। আবার কোন কোন সময় চিঠি নষ্টও হইয়া যায়। ইহা তো হইল চিঠি প্রেরকের ক্ষতি। কোন কোন সময় যাহার নিকট প্রেরণ করা হয়, তাহারও কষ্ট হয়। কেননা, চিঠি আনয়নকারী তাগাদা করে, "আমি এখনই যাইতেছি তাড়াতাড়ি জবাব লিখিয়া দিন।" কোন কোন সময় বেচারার ফুরসৎ থাকে না, কোন কোন সময় তাহ্‌কীক্ ভিন্ন যা, তা একটা উত্তর লিখিয়া দেওয়া হয়।

যেমন, আমার নিকটও অনেক সময় হাতে হাতে ফতুয়া চাওয়া হয় এবং আনয়নকারী তাগাদা করে যে, আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি। কাজেই অন্য কাজের ক্ষতি করিয়াও তাড়াতাড়ি লিখিয়া দিতে হয়। ইহাতে কোন কোন সময় তাড়াতাড়ির দরুন কোন কোন বিষয়ে দৃষ্টির ভ্রম হইয়া যায় এবং উত্তর ভুল হয়। কোন কোন সময় উত্তর লেখার জন্য কিতাব দেখিতে হয় এবং ঠিক সময়ে রেওয়ায়ত পাওয়া যায় না।

একবার এমন হইয়াছিল যে, কোন এক ব্যক্তিকে আমি ফারায়েয সম্বন্ধীয় একটি মাস্‌আলার জবাব লিখিয়া দিয়াছিলাম। সে ব্যক্তি উহা লইয়া চলিয়া গেলে আমার স্মরণ হইল যে, উত্তর ভুল লেখা হইয়াছে। আমি খুব অস্থির হইয়া পড়িলাম। লোকটিকে খোঁজ করাইয়া কোথাও পাওয়া গেল না। ইহাও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল না যে, কোথায় যাইবে? অগত্যা দোআ করিলাম, খোদা। আমার সাধ্যের বাহির হইয়া গিয়াছে, এখন আপনার সাধ্যের মধ্যে রহিয়াছে। খোদা তা'আলা আমার প্রার্থনা কবুল করিলেন। ১৫ মিনিট না যাইতেই লোকটি ফিরিয়া আসিয়া বলিল: মৌলবী ছাহেব! আপনি সীল্‌মোহর তো লাগান নাই। তাহাকে দেখিয়া আমি খুব খুশী হইলাম এবং বলিলাম: 'হাঁ ভাই আস।' তাহার হাত হইতে লইয়া জবাবটি শুদ্ধ করিলাম এবং তাহাকে বলিলাম: 'ভাই, আমার কাছে তো মোহর নাই। এখন তো আল্লাহ্ তা'আলা আমার দোআ কবুল করিয়া তোমাকে আমার নিকট পৌছাইয়াছেন। কেননা, মাস্‌আলাটির মধ্যে কিছু ভুল হইয়া গিয়াছিল।' এই ঘটনার পর হইতে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া লইয়াছি যে, কোন সময়ই হাতে হাতে ফতুয়ার জবাব দিব না। এই জাতীয় ব্যাপারে অনেকেই আমাকে 'বেমরুয়ৎ' আখ্যা দিয়া থাকে। কিন্তু বলুন, এসমস্ত ব্যাপার হইতে চক্ষু কেমন করিয়া বন্ধ করা যায়? এখন আমি এই রীতি করিয়াছি যে, কেহ হাতে হাতে কোন ফতুয়া লইয়া আসিলে তাহাকে বলিয়া দেই, নিজের ঠিকানা লিখিয়া দুই পয়সার টিকেট দিয়া রাখিয়া যাও, আমি নিশ্চিন্ত মনে জবাব লিখিয়া ডাকযোগে তোমার নামে পাঠাইয়া দিব।

আমার ছোট ভাই মুন্সী আকবর আলী ছাহেব হাতে হাতে কোন চিঠি দিলে বলিয়া দেন, ইহাকে লেফাফায় বন্ধ করিয়া পূর্ণ নাম ঠিকানা লিখিয়া দাও যেন সহজে চিনা যায়। অতঃপর উহাতে দুই পয়সার টিকেট লাগাইয়া পোষ্ট অফিসের ডাকবাক্সে

www.BANGLAKITAB.com

ফেলিয়া দিতে বলিয়া দেন। তিনি বলেন, হাতে হাতে চিঠি পাঠাইবার উদ্দেশ্য দুইটি পয়সা বাঁচান। অতএব, আমি আমার পকেট হইতে দুইটি পয়সা খরচ করিব। কিন্তু এসমস্ত পেরেশানী হইতে রক্ষা পাইব। তবে ব্যক্তি বিশেষের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ লোক-মারফতের চিঠি অনেক সময়ে কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত নমুনাস্বরূপ বর্ণনা করিলাম। উদ্দেশ্য এই যে, কাহারও দ্বারা কাহারও মনে যেন কোন প্রকার কষ্ট না পৌঁছে।

॥ একটি জ্ঞানগর্ভ সূক্ষ্মকথা ॥

সামাজিক আচরণের মাস্‌আলা কোরআন শরীফে কয়েক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন, এক আয়াতে উল্লেখ রহিয়াছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কাহারও ঘরে প্রবেশ করিও না।" আর প্রথমে আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করিয়াছি তাহা হইতেও সামাজিক আচরণ সংক্রান্ত মাস্‌আলা বুঝাইতেছে। যেমন, আমি তখন বলিয়াছি যে, এই আয়াতে সামাজিক আচরণ সংক্রান্ত দুইটি মাস্‌আলা উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে একটি এল্‌মী সূক্ষ্ম কথাও আছে। তাহা এই যে, দুইটি নির্দেশ এখানে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম নির্দেশটিকে দ্বিতীয় নির্দেশের উপর অগ্রবর্তী কেন করা হইল?

ইহার কারণ আমার এই মনে হইতেছে যে, এতদুভয়ের মধ্যে যেহেতু দ্বিতীয় নির্দেশটি প্রথমটি অপেক্ষা অধিকতর কঠিন। কেননা, تَفَسَّحُوا অর্থাৎ, "মজলিসে স্থান করিয়া দাও" নির্দেশটির মধ্যে মজলিস হইতে উঠিয়া যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। আর انْشُزُوا অর্থাৎ, "উঠিয়া যাও" নির্দেশটির মধ্যে একেবারে মজলিস হইতে উঠিয়া যাইতেই বলা হইয়াছে। এই কারণেই মজলিসে স্থান করিয়া দেওয়ার নির্দেশটি আগে উল্লেখ করা হইয়াছে, যেন তা'লীম এবং আ'মলের মধ্যে ক্রমোন্নতি সাধিত হয়। অর্থাৎ প্রথমে সহজ নির্দেশ অনুযায়ী আমল করিলে এবাদতের অভ্যাস হইবে। অতঃপর অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজও সহজ হইয়া যাইবে এবং ইহাও বিচিত্র নহে যে, দ্বিতীয় নির্দেশটি পালনের বিনিময়ে মরতবা উন্নত করিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এই জন্যই দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, মজলিস হইতে উঠিয়া যাওয়ার নির্দেশটি নফসের উপর অধিকতর কঠিন। কেননা, ইহাতে লজ্জা হয়; সুতরাং ইহা পালন করা চরম পর্যায়ের বিনয় ও নম্রতা বটে। আর বিনয় ও নম্রতার পুরস্কার উচ্চ মর্যাদা। এই কারণেই ইহার প্রতি উচ্চ মর্যাদার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। অতএব, এই আয়াতে বর্ণিত নির্দেশ দুইটির মধ্যে এবাদতের অনুসারে এই ব্যবধান হইল যে, প্রথম আমলের জন্য সচ্ছলতা দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যাহা স্বভাবতঃ ধন-দৌলতের সাহায্যে লাভ করা যায় এবং

www.BANGLAKITAB.com

ধন-দৌলত নিম্নস্তরের কাম্য বস্তু। আর দ্বিতীয় নির্দেশ অনুযায়ী আমলের বিনিময়ে উচ্চ মর্যাদা দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। যাহা পদমর্যাদার উছিলায় লাভ হইয়া থাকে এবং পদমর্যাদা ধন-দৌলতের তুলনায় উচ্চতম স্তরের কাম্য। বস্তুতঃ এই ব্যবধান হওয়ার মূল কারণ এই যে, প্রথম কাজটি নাফ্‌সের পক্ষে সহজ ছিল। অতএব, উহার প্রতিফল দ্বিতীয় শ্রেণীর। আর দ্বিতীয় কাজটি অর্থাৎ মজলিস হইতে উঠিয়া যাওয়া নফ্‌সের জন্য খুবই কঠিন। অতএব, উহার, বিনিময়ও অতি উন্নত স্তরের ঘোষণা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় কাজটির জন্য যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার সারমর্ম যেন এই—من تواضع لله رفعه الله "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নম্র হয় আল্লাহ্ তাহাকে উন্নত করেন।" অর্থাৎ, দ্বিতীয় নির্দেশটি পালনে যেহেতু চরম পর্যায়ের নম্রতা অবলম্বন করিতে হয় কাজেই উহার ফল দেওয়া হইয়াছে—উচ্চ মর্যাদা।

আয়াতের এবারতে নির্দেশ দুইটির মধ্যে আর একটি প্রভেদ এই যে, প্রথম নির্দেশের ফল ঘোষণায় لكم "তোমাদের জন্য" শব্দে সকলকে ব্যাপকভাবে লক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশ্‌তে "তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করিয়া দিবেন।" আর দ্বিতীয় নির্দেশটির ফল ঘোষণায় বলিয়াছেন :

يرفع الله الذين امنوا منكم

والذين اوتوا العلم درجت এখানে মুমেন ও আলেমদিগকে খাছ করা হইয়াছে। অর্থাৎ, প্রথম ফলের বেলায় সমস্ত মুমেনকে সমানভাবে লক্ষ করিয়া ব্যাপকভাবে সম্বোধন করিয়াছেন। আর দ্বিতীয় ফলের বেলায় সমস্ত মুমেনকে ব্যাপকভাবে লক্ষ করার পর নির্দিষ্টরূপে আলেমদিগকেও লক্ষ করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়া কোন কঠিন কাজ ছিল না। ইহাতে নিয়ত পরিষ্কার ও খাঁটি না হওয়ার সম্ভাবনা খুব অল্প ছিল। অতএব, এই নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে সমস্ত মুমেনই প্রায় সমান হইবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা খুবই কঠিন। ইহাতে কেহ কেহ শুধু লৌকিকতার খাতিরে উঠিয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা আছে। অথচ ভিতরে খাঁটি নিয়তের অভাব রহিয়াছে এবং নিয়ত খাঁটি করার মধ্যে এল্‌মের অধিকারই বেশী। কেননা, এলমের সাহায্যেই খাঁটি নিয়তের সূক্ষ্মতত্ত্ব জানা যায়। এই কারণেই এই বিষয়ে ব্যাপকভাবে সমস্ত মুমেনকে লক্ষ্য করার পর খাছভাবে আলেমদিগকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে। কেননা, আলেমদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালনের উৎস অধিকতর পাওয়া যাইবে। সুতরাং খাঁটি নিয়তের মধ্যে অপরাপর মুমেন অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর অগ্রগামী হইবেন।

www.BANGLAKITAB.com

॥ সামাজিক আচরণ সংশোধনের ফল ॥

এই আয়াতে আরও একটি কথা বুঝা যায়, সামাজিক আচরণ সংশোধনের বিনিময়ে আখেরাতেও ফল পাওয়া যায়। ইহাতে একথার ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, শরীয়তের যে সমস্ত বিধানকে তোমরা শুধু দুনিয়া মনে করিতেছ উহা মানিয়া চলিলেও তোমরা আখেরাতে সওয়াব প্রাপ্ত হইবে। আয়াত হইতে একথাটি স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কেননা, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়া এবং উঠিয়া দাঁড়ান উভয়টিই ব্যবহারিক কাজ এবং উহাদের বিনিময়ে আখেরাতের পুরস্কার প্রদানের ওয়াদা করা হইয়াছে। এসম্বন্ধে কোন কোন বক্র স্বভাবের লোক লিখিয়াছে, মৌলবীরা শরীয়তকে তুমারে পরিণত করিয়াছে। রুটি ছেঁড়ার মধ্যেও শরীয়তের নির্দেশ, পানি পান করার মধ্যেও শরীয়তের নির্দেশ। এই প্রসঙ্গে একটি বেদনাময় কাহিনী আমার মনে পড়িয়াছে ঃ

এক ব্যক্তি "শোআবে ঈমানিয়াহ্" অর্থাৎ ঈমানের শাখা সম্পর্কে একটি কিতাব রচনা করিয়া সংশোধনের নিমিত্ত আমার নিকট পাঠাইল। তাহাতে সে লিখিয়াছে, "আমি এই কিতাবটি আমার জনৈক উকীল আত্মীয়ের নিকট দেখিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম। তিনি আমার কিতাবটি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—এসমস্ত বিষয় যদি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে, তবে ঈমান (نعوذ بالله) শয়তানের নাড়িভুঁড়ি হইল।" এই কুফরী উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া কিতাবের লিখক অতিশয় আক্ষেপ ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার উত্তরে লিখক সেই উকীলকে যে পত্র লিখিবার ইচ্ছা করিয়াছে, উহার মুশাবিদাও সংশোধনের জন্য আমার নিকট পাঠাইয়া দিল।

আমি লিখিলাম, "আপনি যে উত্তর দিতে মনস্থ করিয়াছেন তাহা পাঠাইয়া দেওয়া আপনার ইচ্ছা। কিন্তু এই লোকটি সম্পূর্ণরূপে বিগড়াইয়া গিয়াছে, কাজেই আপনার এই লেখা ফলপ্রসূ হওয়ার কোনই আশা নাই। এই লেখায় সে সোজা পথে আসিবে না। তাহার প্রকৃত উত্তর এই যে, তাহাকে আল্লাহ্‌র সপর্দ করিয়া দিন। যদি হতভাগার এতটুকু জানা না ছিল যে, এইগুলি ঈমানের শাখা, তবে এই কথাটি ভদ্রোচিত ভাষায় লিখিতে পারিত। কিন্তু তাহার কলুষিত আত্মার অপবিত্র মনোভাব তাহাকে ভদ্র ভাষা ব্যবহারের অনুমতি কেন দিবে? আসল কথা এই যে, এল্‌ম্ অথবা আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের সংসর্গ লাভ ভিন্ন ঈমানেরও ভরসা নাই। দেখুন জাহেল হওয়ার কারণে কেমন কুফরী উক্তি করিয়া বসিল। কেন? বন্ধুগণ বলুন! এই ব্যক্তিকেও যদি কাফের বলা জায়েয না হয়, তবে তো কুফরীও ইস্‌লামেরই অন্তর্ভুক্ত। লোকে বলে, মৌলবীরা কাফের বানাইয়া দেয়। বন্ধুগণ ইন্‌সাফ করুন। "মৌলবীরা কাফের বানাইয়া দেয়" কথাটি তো তখনই শুদ্ধ হইতে পারে যখন তাঁহারা কোন কুফরী উক্তি কিংবা কোন কুফরী কাজ শিখাইয়া দেয়। কিন্তু যখন মানুষ

www.BANGLAKITAB.com

নিজেই নিজের মূর্খতা এবং কলুষিত মনোভাবের দরুন কুফরী উক্তি করিয়া বসে, তখন মৌলবীরা তাহাদিগকে কেমন করিয়া কাফের বানাইল? তাহারা তো নিজেরাই কাফের বনিল। অবশ্য আলেমগণ তাহা বলিয়া দেন। অতএব, আলেমগণ মানুষকে কাফের বানায় না; যাহারা নিজের কর্মফলে কাফের হয়, তাহাদিগকে বলিয়া দেয়, তোমরা কাফের। كافر بنا دیتے ہیں আর كافر بنا دیتے ہیں কথা দুইটির মধ্যে মাত্র একটি (০) নুক্‌তার পার্থক্য।

মোট কথা, এই প্রকারের লোকেরা দাবী করিয়া থাকে যে, সামাজিক আচরণ শরীয়তের অংশ নহে। তাহাদের দাবী খণ্ডনের জন্য এই আয়াতটিই সম্পূর্ণরূপে যথেষ্ট। এই খণ্ডন দুই প্রকারে করা যায়—এক প্রকার এই যে, উভয় নির্দেশের মধ্যেই আদেশবাচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে মূলতঃ উক্ত নির্দেশ দুইটি পালন করা ওয়াজেব বলিয়াই বুঝা যায়, আর আসল হইতে পরিষ্কার কোন দলিল নাই। দ্বিতীয় প্রকার এই যে, এই দুইটি নির্দেশ পালনের জন্য সওয়াবের ওয়াদা করা হইয়াছে এবং ধর্মীয় কাজের বিনিময়েই সওয়াব পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, যে কাজকে তোমরা দুনিয়া মনে করিতেছ, তাহাতেও যদি শরীয়তের নির্দেশ মানিয়া চল, তবে উহাতেও সওয়াব প্রাপ্ত হইবে। আর ইহাতে আনুগত্যের ফযীলতও জানা গেল, অর্থাৎ যদি শরীয়তের সাধারণ একটি নির্দেশও পালন করা হয়, তবে উহাও সওয়াবশূন্য হয় না।

॥ আ'মল কবুল হওয়ার শর্ত ॥

এই আয়াত হইতে আরও একটি কথা বুঝা যাইতেছে যে, আমল কবুল হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত। কেননা পুরস্কার বর্ণনার বেলায় مِنْكُمْ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ "অর্থাৎ, "যাহারা তোমাদের মধ্যে ঈমান আনয়ন করিয়াছে" শর্তটি উল্লেখ করা হইয়াছে। আর যদি কেহ সন্দেহ করে যে, প্রথম নির্দেশে তো لَكُمْ (তোমাদের জন্য) ব্যাপক ভাবে বলা হইয়াছে, মুমেনের সহিত খাছ করা হয় নাই। তবে উত্তরে বলা হইবে যে, এখানেও كُمْ (তোমাদের) সর্বনামটির উদ্দেশ্য শুধু মুমেনের। কেননা, এস্থলে পূর্ব হইতে মুমেনদিগকে লক্ষ করিয়াই নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। কিন্তু দ্বিতীয় নির্দেশটিতে যেহেতু ব্যাপক লক্ষের পরে খাছ লক্ষ করা উদ্দেশ্য ছিল, যেমন আমি পূর্বেও বলিয়াছি, সুতরাং الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করা সমীচীন হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও বহু আয়াত দ্বারাও ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। অতএব, এই আয়াত দ্বারা এবং অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হইল যে, ঈমান ভিন্ন কোন আমল কবুল হয় না।

www.BANGLAKITAB.com

এই মাস্‌আলাটি হইতে সাধারণ লোকদের কাজে আসার মত একটি কথা প্রমাণিত হইয়াছে। অর্থাৎ কোন কোন সাধারণ লোক, যাহারা বুযুর্গ লোকের সাক্ষাৎ লাভের জন্য আগ্রহশীল থাকে, তাহাদের মধ্যে এমন ভেদ-জ্ঞান-হীনতা আসিয়া গিয়াছে যে, সংসারের যাবতীয় সম্পর্ক বর্জনকারী হিন্দুদিগকেও বুযুর্গ মনে করিয়া থাকে। আর ঐ সমস্ত মুসলমানকেও যাহারা শরাব পান করিয়া মাতাল অবস্থায় কিংবা উন্মাদ রোগে আবল তাবল বকিতে থাকে তাহাদিগকে 'মাজ্‌যুব' মনে করে। তাহারা মাজ্‌যুব লোকের নিদর্শন নিজের মনগড়া এই নির্ণয় করিয়া লইয়াছে যে, যদি তাহার পশ্চাদ্দিকে দাঁড়াইয়া দুরূদ শরীফ পাঠ করা হয়, তবে সে তৎক্ষণাৎ সেদিকে মুখ ফিরাইবে। বস্তুত প্রথমতঃ ইহা তাহার জানিতে পারার প্রমাণ নহে। এমনও হইতে পারে যে, সে ঘটনাক্রমে হঠাৎ সেদিকে মুখ ফিরাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, খুব বেশী হইলে ইহা দ্বারা তাহার কাশ্‌ফ হওয়ার প্রমাণ হইতে পারে। কাশফ্‌ কোন বড় কামালিয়ৎ নহে। কাফেরও যদি চেষ্টা ও পরিশ্রম করে তাহারও কাশফ্‌ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পাগলেরও অন্তর-চক্ষু কোন কোন সময় খুলিয়া যায়। যেমন "শরহে আসবাব" কিতাবের রচয়িতা লিখিয়াছেন যে, পাগলেরও কাশ্‌ফ হয়। আমি নিজে একজন পাগলিনীকে দেখিয়াছি, তাহার কাশ্‌ফ এত হইত যে, কোন বুযুর্গ লোকেরও তেমন হয় না। কিন্তু যখন তাহার জুলাব হইল, তখন উন্মাদনার মাদ্দার সাথে সাথে কাশ্‌ফও বাহির হইয়া গেল। অতএব, বুঝা গেল যে, কাশফ হওয়া মাজ্‌যুব হওয়ার প্রমাণ নহে।

ফলকথা, সাধারণ লোকের পক্ষে একথা জানা কঠিন যে, এই ব্যক্তি মাজযুব, আর যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, এই নিদর্শনের দ্বারা তাহার মাজ্‌যুব হওয়া সাব্যস্ত হইল। তুমি মাজ্‌যুবকে তো খুঁজিয়া বাহির করিলে, কিন্তু হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম মোবারকের বেআদবী করিলে। কেননা, ইচ্ছা করিয়া তাহার পশ্চাদ্দিকে দাঁড়াইয়া দুরূদ শরীফ পড়িলে।

॥ সালেক এবং মাজ্‌যুবের পথ ॥

তদুপরি কথা এই যে, সে মাজ্‌যুব হইলে তোমার কি লাভ হইল। মাজযুব হইতে দুনিয়ারও কোন ফায়দা হয় না, আখেরাতেরও না। কেননা, ফায়দা নির্ভর করে তা'লীমের উপর। অথচ তাহার দ্বারা কোন তা'লীম হাছিল হয় না, পরন্তু দুনিয়ার ফায়দা হয় দোআয়। অথচ মাজ্‌যুব কাহারও জন্য দোআ করে না। কেননা, তাঁহারা সাধারণ কাশ্‌ফের দ্বারা জানিতে পারেন যে, অমুক ব্যাপারটি এইরূপে হইবে। অতএব, উহার অনুকূলে দোআ করা—অর্জিত অর্জনের শামিল। আর বিপরীত দোআ

www.BANGLAKITAB.com

করা তাক্‌দীরের সহিত বিরোধিতা করা। অবশ্য তাঁহারা কাশফের ভিত্তিতে কিছু ভবিষ্যৎবাণী করিয়া থাকেন যে, ব্যাপারটি এইরূপ হইবে। অথচ তিনি না বলিলেও এইরূপই হইত, কাজেই তাঁহার ভবিষ্যৎবাণীর কারণে এইরূপ হয় নাই। হাঁ, সালেক দ্বারা সর্বপ্রকারের ফায়দা হইয়া থাকে। কেননা, সেখানে তা'লীমও হয় এবং দোআও হয়; বরং মাজ্‌যুবের ফেকেরে পড়িলে ক্ষতি এই হয় যে, মানুষ শরীঅতকে বেকার মনে করিতে থাকে।

সারকথা এই যে, ঈমানবিহীন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র প্রিয় মনে করা সম্পূর্ণরূপে কোরআনের বিরোধিতা করা। সুতরাং যোগী ও জাহেল ফকিরের পাছে পাছে ঘুরা নিজের আখেরাত বিনষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নহে।

॥ আলেম ও মুমেনের মরতবা ॥

এই আয়াতটি হইতে আরও একটি কথা এই বুঝা যায় যে, আলেম ব্যক্তি সাধারণ ঈমানদার হইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা, বালাগাতের নিয়মানুসারে প্রশংসার ক্ষেত্রে প্রথমে ব্যাপকরূপে বর্ণনা করিয়া উহার কোন অংশকে পরে খাছ করিয়া বর্ণনা করিলে ইহাতে খাছ অংশটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। এখন আমি আলেমদের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বর্ণনা করিব না। আবার কখনও সুযোগ পাইলে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ তাহা বর্ণনা করিব।

এই আয়াতটি হইতে আরও একটি কথা বুঝা যায় যে, সাধারণ মুমেন যদিও সে জাহেল হয়, আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট প্রিয়। অতএব, সাধারণ মুমেনকেও হীন এবং নীচ মনে করা উচিত নহে। সুতরাং প্রত্যেকটি মুমেন যদি ফরমাঁবরদার হয়, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রিয় হয়। আর ফরমাঁবরদার হওয়ার শর্ত এই জন্য লাগান হইয়াছে যে, বেহেশ্‌তে স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়া এবং মর্যাদা উচ্চ করিয়া দেওয়া, যাহার দ্বারা ঈমানদারদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইতেছে—এবাদতে এবং ফরমাঁবরদারীর পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। কেননা, এখানে উহ্য ও পূর্ণ কথাটি এই :

تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجَالِسِ اِنْ تَتَفَسَّحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا اِنْ تَنْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ لَكُمْ -

ইহার অর্থ এই যে, যখন এই দুইটি নির্দেশ তোমরা পালন করিবে, তখন তোমরা এসমস্ত মরতবা লাভ করিবে। আয়াতের এই অর্থটি বর্ণনা করিয়া—যেমন আলেমদের সংশোধন উদ্দেশ্য যেন তাঁহারা সাধারণ মুমেনদিগকে হীন ও নীচ মনে না করেন। তদ্রূপ এল্‌মবিহীন অহংকারী মুমেনদের সংশোধনও উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, জোলা ও তেলীদিগকে নীচ মনে করিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই। কেননা, আয়াতে

www.BANGLAKITAB.com

বুঝা যায়—শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নির্ভর করে ঈমান এবং ফরমাঁবরদারীর উপর, সে যেই শ্রেণীর লোকই হউক না কেন।

॥ না-ফরমান ও মুমেনের সহিত ব্যবহার ॥

এই আয়াতটির আরও একটি অর্থ আছে। একটু চিন্তা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। অর্থাৎ, মজলিস হইতে উঠিয়া যাওয়ার নির্দেশটি পালনের বিনিময়ে যে ফলটির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার বর্ণনা-ভঙ্গী এক বিশেষ ধরণের। অর্থাৎ, এইরূপ বলিয়াছেন :

يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجت অথচ

يرفعكم والذين اوتوا العلم বলিলেও চলিত। অর্থাৎ, الذين امنوا منكم-এর স্থলে শুধু لكم বলিলেও চলিত। কিন্তু তদ্রূপ না বলিয়া সর্বনামের পরিবর্তে উহার প্রকাশ্য শব্দটি বলার মধ্যে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এই উচ্চ মর্যাদা লাভের মধ্যে ঈমানের অধিকারই বেশী। অতএব, ইহা হইতে একথাটি পাওয়া যায় যে, যদি কোন মুমেন পুরাপুরি ফরমাঁবরদার নাও হয় কিন্তু ঈমান আছে, সে ব্যক্তিও আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কিছু না কিছু মর্যাদা লাভ করিবেই। অতএব, যাহারা গুনাহ্গার মুমেন, তাহাদিগকেও হীন মনে করিও না। অবশ্য যদি আল্লাহ্র ওয়াস্তে তাহাদের মন্দ কার্যের জন্য তাহাদের প্রতি রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট হও তাহা জায়েয হইবে। কিন্তু তৎসঙ্গে তাহার প্রতি সহানুভূতি এবং দয়াও থাকা আবশ্যক। ব্যক্তিগত রাগ এবং অহংকার যেন না হয়। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝিবার জন্য আমি একটি স্থূল দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছি। আমার জনৈক বন্ধু এই দৃষ্টান্তটিকে খুব পছন্দ করিয়াছেন। তিনি পছন্দ করার কারণে আমার নিকটও ইহার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ, সাধারণ ঘটনায় দুই ক্ষেত্রে অসন্তোষ ও রাগের উদ্রেক হইয়া থাকে। একটি ক্ষেত্র অপরিচিত লোক আর একটি ক্ষেত্র নিজের পুত্র। অপরিচিত লোকের দুষ্ট চরিত্র দেখিলে তাহার প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা জন্মে। আর নিজের পুত্র যদি সেই কাজই করে, তবে তাহার প্রতি ঘৃণা হয় না; বরং দয়ার সাথে সাথে আফসুসও হয় এবং তাহার সংশোধনের জন্য নিজেও দোআ করে অন্য লোকের দ্বারাও দোআ করায়। তাহার অবস্থার জন্য মন দুঃখিত হয়। কিন্তু পুত্রের প্রতি যে রাগ জন্মে উহার সহিত দয়া মিশ্রিত থাকে।

অতএব, ইস্‌লামী ভ্রাতৃত্বের দাবী হইল, অপরিচিত একজন মুমেন গুনাহ্গারের সাথেও পুত্রের ন্যায়ই ব্যবহার করিবে। অর্থাৎ, যদি কোন সময় এরূপ লোকের প্রতি

www.BANGLAKITAB.com

রাগ আসে এবং ধারণা হয় যে, আমার এই রাগ খোদার জন্যই হইয়াছে। ইহাতে নিজের নাফ্‌সের কোন সম্পর্ক নাই। তখন দেখিতে হইবে, এই ব্যক্তি যদি অপরিচিত না হইয়া আমার পুত্র হইত, তবে এরূপ কাজে তাহার প্রতি আমি রাগান্বিত হইতাম কি না। যদি মন বলে যে, "গোস্বা হইত না," তখন বুঝিতে হইবে যে, এই গোস্বা খোদার জন্য নহে; বরং আত্মম্ভরিতার কারণে তাহার প্রতি রাগ জন্মিয়াছে। ইহা ঐ ব্যক্তির নাফরমানী অপেক্ষাও অধিক নাফরমানী এবং ভয়ংকর ব্যাপার। আল্লাহ্ তা'আলার অবস্থা এই যে, কোন গুনাহ্‌গার যদি গুনাহের দরুন নিজেকে হীন ও নিকৃষ্ট মনে করে, তবে সে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়।

পক্ষান্তরে একজন নেককার ফরমাঁবরদার লোক যদি নিজেকে বড় মনে করে, তবে সে খোদার কোপে পতিত হয়। অতএব, খোদা প্রাপ্তি কারণে গর্বিত হওয়া উচিত নহে আর খোদার দয়া হইতে নিরাশ হওয়াও উচিত নহে। ফলকথা, কোন মুসলমানকে হীন মনে করিবে না। কিন্তু পাপী মুমেনের প্রতি খোদার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হইলে যদি উহার সহিত সহানুভূতি এবং দয়া মিশ্রিত থাকে, তবে কোন ক্ষতি নাই।

॥ অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা ॥

অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়। আমাদের ওখানে নামায রোযার 'পাবন্দ' একটি মেয়ে ছিল। (এখন সে মৃতা)। এমন একজন পুরুষের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল, যে নামায রোযার তত 'পাবন্দ' ছিল না। একদিন মেয়েটি বলে, আল্লাহ্‌র এমনই শান্! আমি এমন পরহেযগার এবং খোদাভক্ত আর আমার বিবাহ হইল এমন একজন লোকের সহিত!

বন্ধুগণ! কেমন বোকামির কথা! কেননা, কেহ যদি বুযুর্গও হয়, তবে সে কিসের জন্য গর্ব বোধ করিবে? বুযুর্গীর জন্য গর্ব বোধ করার দৃষ্টান্ত তো ঠিক এইরূপ, যেমন কোন রোগী ডাক্তারের ব্যবস্থা-পত্র অনুযায়ী ঔষধ সেবন করিয়া গর্ব করিতে আরম্ভ করে যে, আমি এমন একজন বুযুর্গ লোক যে, আমি ঔষধ সেবন করিয়াছি। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন তুমি ঔষধ সেবন করিয়াছ, ইহাতে কাহার উপর অনুগ্রহ করিয়াছ এবং এমন কি গুণের কাজ করিয়া ফেলিয়াছ? না করিলে জাহান্নামে যাইতে। অবশ্য গর্ব করার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'আলার শোক্‌র করা উচিত। তিনি তোমাকে তাঁহার বন্দেগী করিবার তাওফীক দান করিয়াছেন। সারকথা এই যে, اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হইতে ইহাও বুঝা গেল যে, গুনাহ্‌গার মুমেনও আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সম্মান হইতে বঞ্চিত নহে।

www.BANGLAKITAB.com

॥ আমল কবুল হওয়ার মাপকাঠি ॥

الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم

এই আয়াতের আরও একটি অর্থ এই যে, বাক্যে ব্যাপকতার পর বিশিষ্ট ভাবে বলা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, আমল কবুল হওয়ার তারতম্য খাঁটি নিয়তের পরিপ্রেক্ষিতে হইয়া থাকে। কেননা, আলেমদের মরতবার পার্থক্য এই খাঁটি নিয়তের কারণেই হইয়াছে, যেমন একটু পূর্বে আমি বর্ণনা করিয়াছি। এই মাস্‌আলাটি এস্থলে বর্ণনা করার প্রয়োজন বোধ এই জন্য হইয়াছে যে, আজকাল মানুষ আ'মলের প্রতি বেশ আগ্রহশীল, কিন্তু খাঁটি নিয়তের প্রতি অধিকাংশ লোকেরই লক্ষ্য নাই। অথচ খাঁটি নিয়ত এমন একটি বস্তু যাহার ফলে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এমন উন্নত মর্যাদার অধিকারী হইয়াছিলেন যে, আমরা ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করিলেও তাঁহাদের অর্ধ মুদ (আধা সের) যব দান করার সমান মর্যাদা লাভ করিতে পারি না।

কেহ যদি বলেন যে, হুযূর আকরাম(দঃ)এর পবিত্র সংসর্গের বদৌলতে তাঁহাদের আমলের এই মর্যাদা ছিল। আমি বলিব, খাঁটি নিয়ত ও সংসর্গের ফলেই হইয়াছিল। অতএব, হুযূরের সংসর্গ এবং খাঁটি নিয়ত এই দুইটি বিষয় পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। এখন আপনার ইচ্ছা হইলে সংসর্গকেও কারণ বলিতে পারেন, খাঁটি নিয়তকেও বলিতে পারেন। অবস্থাটি ঠিক এইরূপ :

عبارتنا شتى وحسنك واحد + وكل الى ذاك الجمال يشير

"আমাদের বর্ণনা-ভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু তোমার সৌন্দর্য একই। প্রত্যেক বর্ণনাকারী তোমার সেই সৌন্দর্যের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়া থাকে।" অর্থাৎ, সমস্তই একই সৌন্দর্যের বর্ণনা।

আমি আমার মুরশিদ্ হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আরেফ (আল্লাহ্‌ওয়ালা) লোকের এক রাক'আত নামায মা'রেফাৎবিহীন লোকের এক লাখ রাকাআতের চেয়ে উত্তম। ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের মা'রেফাতের কারণে তাঁহার এক রাকআতেই খাঁটি নিয়ত অধিক।

এই অর্থে আরও একটি কথা আলোচ্য আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, আজকাল অনেকে কোন কোন ইংরেজী শিক্ষিত লোকের প্রশংসা করিয়া থাকে যে, এই ব্যক্তি ইংরেজী শিক্ষিত হইলেও কোরআনের খুব পাবন্দ, কিংবা বলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায রীতিমত আদায় করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা খাঁটি নিয়ত প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করে না। আমিও দীর্ঘকাল যাবৎ এই ধোকায় পতিত ছিলাম। কিন্তু আমার একজন যুবক বন্ধু এই শ্রেণীর লোকদের

www.BANGLAKITAB.com

সম্বন্ধে বলিয়াছেন, কোন কোন মানুষের মধ্যে ধার্মিকতার আকৃতি ও বেশ-ভূষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বীনের মূলবস্তু তাহাদের মধ্যে নাই। অর্থাৎ, তাহাদের অন্তরের মধ্যে ধর্মের রং ধরে না। এইরূপে এসমস্ত লোকের অন্তরে ধর্মের কোন শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহব্বতও থাকে না। যদিও বাহিরে ধর্ম-কর্মে তাহাদিগকে খুব পাবন্দ দেখা যায়। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, তাহাদের মধ্যে ধর্মের জন্য কোন খাছ গুরুত্ব এবং মহব্বত নাই। ইহা না থাকিলে বলিতে হইবে, কিছুই নাই। কেননা, ইহাই প্রকৃত দ্বীনদারী। অর্থাৎ, যাহার অন্তরে ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ধর্মের মহব্বত ঘর করিয়া লইয়াছে যদিও কদাচ কোন বাহ্যিক কারণে তাহাদের আ'মলের মধ্যে কিছু ত্রুটিও দেখা যায়। সম্মুখের দিকে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

"অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের আমল সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন।" অত্র আয়াতের প্রত্যেকটি বাক্যের সহিত এই আয়াতটির সম্পর্ক রহিয়াছে। অর্থাৎ তোমরা প্রত্যেকটি হুকুম মান্য কর। উহাতে ত্রুটি করিও না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অভ্যন্তরেরও খবর রাখেন। অতএব, তিনি তোমাদের এই ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধেও জানিতে পারিবেন যাহা তোমাদের অন্তরেও থাকিবে।

॥ একটি সহজ মুরাকাবা ॥

এই বাক্যটি দ্বারা খোদা তা'আলা যেন আপন বান্দাগণকে একটি বিষয়ের মুরাকাবা শিখাইয়াছিলেন। সেই বিষয়টি স্মরণ রাখিলে বান্দা কখনই কোন আমলে ত্রুটি করিবে না। অর্থাৎ, সর্বদা মনে রাখিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার ভিতর ও বাহিরের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছেন। অবিরতভাবে একথা স্মরণ রাখিলে একটি 'হাল' উৎপন্ন হইবে এবং রুচির সাহায্যেই সে বুঝিতে পারিবে যে, যেন আমি খোদাকে দেখিতেছি। আর কোরআন ও হাদীসে এই প্রকারের যতগুলি বিষয় আছে' সবগুলিই মুরাকাবা। ইহাতে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এবাদতের প্রকৃত ও দৃঢ় অবস্থা তখনই উৎপন্ন হইবে যখন এই মুরাকাবার কথা মনে হাজির থাকিবে। কেননা, যখন এই ধারণা দৃঢ় হইয়া যাইবে যে, আমার এই কাজটি সম্বন্ধে বিচারক স্বয়ং অবগত আছেন, তখন সে কাজে আর ত্রুটি হইতে পারে না। এই মুরাকাবাটি খুবই সহজ। ইহাতে মূলতঃ কোন পীরের, কিংবা কোন নির্জনতা ইত্যাদি অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেকেই এই মুরাকাবার দ্বারা লাভবান হইতে পারে। কিন্তু এখন কতকগুলি বাহ্যিক কারণ এমন সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার

www.BANGLAKITAB.com

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কিছু পরিমাণ নির্জনতা এবং কিছু পরিমাণ কামেল পীরের পরামর্শেরও দরকার হয়। কেননা, আজকাল এল্‌ম ও আমলের মধ্যে এক প্রকার দুর্বলতা আসিয়া গিয়াছে।

॥ আ'মলের শর্ত ॥

ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, প্রত্যেক কাজে দুইটি বিষয়ের প্রয়োজন। প্রথমতঃ, সিদ্ধান্ত নিখুঁত হওয়া, দ্বিতীয়তঃ, সাহস। আমাদের মধ্যে উভয় বিষয়েরই অভাব। সিদ্ধান্তের অভাব এই যে, অনেক সময় কোন কোন কাজের উদ্দেশ্য এবং প্রেরণা সম্বন্ধে আমরা একটি বিষয়কে মন্দ বলিয়া মনে করি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা ভাল, আবার কোন সময় কোন বিষয়কে আমরা ভাল মনে করি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা মন্দ। এইরূপে কোন সময় সিদ্ধান্ত নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও কোন কাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহস নষ্ট হইয়া যায়। অতএব, কামেল পীর যেহেতু অভিজ্ঞ এবং অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন, কাজেই তাঁহার নিকট হইতে সিদ্ধান্ত স্থির করা সম্বন্ধেও সাহায্য পাওয়া যায় এবং তাঁহার পরামর্শ বা নির্দেশে কিছু বরকতও থাকে। উহার ফলে সাহসও বৃদ্ধি পায়। আর ইহার আদি বা মূল উৎপত্তি যাহাই হউক না কেন, ইহা অবশ্যই কুদরতী বিষয়। যখন কাহাকে পীর সাব্যস্ত করিয়া লওয়া হয়, তখন সাধারণতঃ তাঁহার কথার বিরোধিতা কম করা হয়। অতএব, সিদ্ধান্ত নিখুঁত করিবার এবং সাহস দৃঢ় করিবার জন্য স্বভাবতঃ কামেল পীর ভিন্ন অন্য কোন উপলক্ষ নাই, সুতরাং مقدمة الواجب واجب "ওয়াজেব কাজের সূচনাও ওয়াজেব" এই নীতি অনুসারে কাজ বিশুদ্ধরূপে করার জন্য কামেল পীরের আশ্রয় নেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

॥ কামেল পীরের পরিচয় ॥

যাহাকে পীর সাব্যস্ত করিবে তিনি কামেল লোক হইতে হইবে। কামেল পীর চিনিয়া লইতে অনেক সময় লোকে ভুল করিয়া বসে। সুতরাং তাঁহার পরিচয় জানিয়া লওয়া আবশ্যক। পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

১। আবশ্যক পরিমাণ দ্বীনী এল্‌ম থাকা চাই। তাহা পড়া শুনা করিয়াই হউক কিংবা আলেমদের সংসর্গে থাকিয়াই হউক।

২। শরীয়ত অনুযায়ী সঠিক আমল থাকা চাই।

৩। তরীকত-শিক্ষার্থীদিগকে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হইতে বারণকারী হওয়া চাই।

www.BANGLAKITAB.com

৪। সর্বজন মানিত কোন কামেল পীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা চাই।

৫। আলেমদিগকে ঘৃণা না করেন এবং তাঁহাদিগ হইতে ফায়দা হাছিল করাকে লজ্জাকর মনে না করেন।

৬। তাঁহার মধ্যে এমন বিশেষত্ব থাকা চাই যে, তাঁহার সংসর্গ অবলম্বনে আখেরাতের প্রতি আগ্রহ এবং দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা জন্মে।

যে ব্যক্তির মধ্যে এই চিহ্নগুলি পাওয়া যাইবে, তিনিই কামেল, এরূপ কামেল লোকের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া লইবে। ইহাই ছিল আমার বক্তব্য বিষয়— যাহা এখন বর্ণনা করা আমি প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছি। এখন আল্লাহ্ তাআ'লার দরবারে দোআ করুন, তিনি যেন আমাদিগকে আ'মলের তাওফীক দান করেন এবং ঈমানের সহিত আমাদের জীবনাবসান করেন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

www.BANGLAKITAB.com

আক্‌বারুল আ'মাল

হিজরী ১৩৪৮ সনের ১৮ই জমাদাস্‌সানী, বৃহস্পতিবার দিন, হযরত থানবী (রঃ) আপন ছোট বিবীর গৃহে, প্রায় ৬০ জন স্ত্রী ও পুরুষ শ্রোতৃবর্গের উপস্থিতিতে, আল্লাহ্‌র যেকেরের হাক্বীকত এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সোয়া দুই ঘণ্টা কাল ব্যাপী এই ওয়াযটি করিয়াছেন। মাওলানা যাফর আহ্‌মদ ওস্‌মানী ছাহেব তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

o

আজকাল ওয়ায়েযগণ আমলের ফযীলতই অধিক বর্ণনা করিয়া থাকেন। অথচ আমলের ফযীলত অনেকেরই জানা আছে। অবশ্য উহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অমনোযোগী যদিও তাহা ধর্মের প্রতীক শ্রেণীর অন্তর্গতই হউক না কেন? অথচ কোন কোন আমল যদিচ ধর্মের প্রতীক জাতীয় নাও হয়, কিন্তু তাহা ধর্ম-প্রতীক জাতীয় আমলের মূল ও শিকড়। যেমন অনুভবনীয় বস্তুসমূহের মধ্যে ফল ও পাতার প্রতিই লোকের দৃষ্টি থাকে অথচ শিকড়ের দিকে কেহ দৃষ্টি করে না। এইরূপে শরীঅতের কার্যগুলিরও মূলাধার সম্বন্ধে আমরা উদাসীন। কেবল শাখা-বিধানসমূহের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি। ইহা একটি বড় ত্রুটি।

●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ o

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ - اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ *

www.BANGLAKITAB.com

॥ বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা ॥

আমি যে আয়াতাংশটি তেলাওয়াত করিলাম তাহাতে দুইটি বাক্য রহিয়াছে। এখন কেবল প্রথম বাক্যটি সম্বন্ধে বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বাক্যটি কেবল বরকতের জন্য পাঠ করিলাম। আমার এখন শুধু وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ বাক্যটি সম্বন্ধে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। শ্রোতৃমণ্ডলী খুব সম্ভব এই বাক্যটি তেলাওয়াত করাতেই হয়ত বুঝিয়া ফেলিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ আপনাদের 'যেহেন্' ও এদিকেই ধাবিত হইয়াছে যে, আমি যেক্‌রুল্লাহ্‌র ফযীলত বর্ণনা করিব। কেননা, আজকাল ওয়ায়েযগণ বেশীর ভাগ আমলের ফযীলতই বর্ণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি ফযীলত বর্ণনা করিতে চাই না। কারণ আজকাল আমলের ফযীলত অনেকেই জানে। অবশ্য উহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গাফেল ও উদাসীন যদিচ তাহা ধর্মের নিতান্ত প্রয়োজনীয় আমলই হউক না কেন। আর যে সমস্ত আমল ধর্মের প্রতীকসমূহের অন্তর্গত নহে, কিন্তু ধর্মের মূল ও শিকড়, তাহা ধর্মের প্রধান অঙ্গগুলির চেয়ে কম নহে। কিন্তু সাধারণতঃ সেগুলিকে জরুরী মনে করা হয় না। যেমন অনেক লোক গাছের ফল ও পাতা চিনে। তাহারা বাগানে যাইয়া ফল এবং পাতাই দেখে শিকড়কে কেহই দেখে না, সেদিকে কাহারও কল্পনাও যায় না। কেননা, ফল ও পাতার সহিত শিকড়ের সম্পর্ক অদৃশ্য বলিয়া এই সম্পর্ক দলিল দ্বারা প্রমাণ করার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

অতএব, অনুভবনীয় বস্তুসমূহের মধ্যে উহাদের শিকড়ের বা মূলের প্রতি যেমন লোকের মনোযোগ কম, তদ্রূপ শরীয়তের কার্যসমূহেও আমাদের অবস্থা অবিকল সেইরূপ। অর্থাৎ আমরা মূল বস্তু হইতে গাফেল থাকিয়া কেবল শাখার প্রতি লক্ষ্য করিতেছি। এজন্য আমলের ফযীলতের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি, প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য কম। ইহাতে সাধারণ লোকের দোষ বেশী নহে; বরং আমাদের দোষই অধিক। কেননা, আমরা তা'লীম প্রদানকারীরাও ফযীলতই অধিক বর্ণনা করিয়া থাকি। প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করি না মোটেই। আর ইহাই বড় ত্রুটি। অতএব, আমি প্রয়োজনীয়তাই বর্ণনা করিব।

॥ ধর্মের প্রতীকসমূহ এবং উহাদের মূলতথ্য ॥

আয়াতটির অনুবাদ এই, আল্লাহ্‌র যেকের অত্যন্ত বড় জিনিস। বাহ্যতঃ একথা হইতে মানুষ ইহাই মনে করিয়া থাকিবে যে, শুধু ফযীলতের কারণেই বড় জিনিস। কিন্তু ইহা ছাড়াও যেক্‌রুল্লাহ্‌র প্রয়োজনীয়তার কারণেও শ্রেষ্ঠ বস্তু। এই হিসাবে উহা মূলেই একটি শ্রেষ্ঠ বস্তু এবং অন্যান্য দরকারী আমলেরও মূল।

www.BANGLAKITAB.com

যদিও ইহা ধর্মের প্রধান চিহ্নগুলির অন্তর্গত নহে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ধর্মের প্রধান প্রতীকসমূহেরও মূল।

ধর্মের প্রতীক বলিতে ঐ সমস্ত আমলই বুঝিতে হইবে যাহা ইসলামের প্রকাশ্য চিহ্ন। যাহা দেখিয়া অপর লোকে বুঝিতে পারে যে, এই কার্যসমূহ পালনকারী মুসলমান। কিন্তু ইহা জরূরী নহে যে, যাহা ইস্‌লামের প্রকাশ্য চিহ্ন নহে তাহা প্রয়োজনীয়ও নহে; বরং এমনও হইতে পারে যে, কোন আমল ধর্মের প্রতীক জাতীয় নহে, কিন্তু উহা প্রতীক শ্রেণীরও মূল।

অনুভবনীয় বস্তুর মধ্যে উহার দৃষ্টান্ত যেমন ঘড়ির হেয়ার স্প্রীং। বাহ্য দৃষ্টিতে উহা ঘড়ির কোন বড় অংশ নহে; বরং অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ যাহা দেখিয়া ঘড়ি সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করিবে যে, ইহা অতি সাধারণ জিনিস। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য অংশগুলি এই হেয়ার স্প্রীং ঠিক থাকিলেই কাজে লাগিতে পারে, অন্যথায় সবগুলি অংশই অকেজো। অর্থাৎ ঘড়ির যাহা উদ্দেশ্য, স্প্রীং ভিন্ন তাহা সফল হইতে পারে না। যদিও স্প্রীং এর অভাবে ঘড়ির সৌন্দর্য একটুও কমিবে না এবং জেবে রাখিলে দর্শকেরাও মনে করিবে যে. আপনার নিকট ঘড়ি আছে।

এইরূপে যেক্‌রুল্লাহ্‌কে মনে করুন, যদিও উহা নামায-রোযার পর্যায়ে ধর্মের প্রতীক নহে. কিন্তু সর্বপ্রকার ধর্ম-প্রতীকের মূল শিকড় এবং ভিত্তি। আর ধর্ম-প্রতীকের হাকীকত্‌ এই যে, ধর্মীয় ব্যাপারে কতক শৃঙ্খলা বিধানও শরীয়তের উদ্দেশ্য। এই কারণে শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে শরীয়ত কোন কোন আমলকে ইস্‌লামের চিহ্ন নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে যদ্দ্বারা মানুষ একে অন্যের মুসলমান হওয়া সম্বন্ধে জানিতে পারে এবং ইস্‌লামের বিধান তাহার উপর জারী করা সম্ভব হয়। এই চিহ্নগুলিই ইস্‌লামের প্রতীক বা "শেআর" নামে অভিহিত। এগুলি ধর্মের স্পষ্ট অপরিহার্য বিষয়। অর্থাৎ বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলেই জানে যে, ইহা ধর্মেরই অংশ। আর এইরূপ স্পষ্ট বিষয়গুলির মর্যাদা এত বড় যে, কেহ ইহা অবিশ্বাস বা অস্বীকার করিলে তাহা কোন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াই হউক কিংবা সরাসরিই হউক সোজা কাফের হইয়া যাইবে। এরূপ ব্যক্তির পক্ষ হইতে "আমি জানিতাম না" এমন আপত্তিও গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু যে সমস্ত কাজ প্রতীক শ্রেণীর নহে. যেমন রেহ্‌নের বা বন্ধকের মাসআলা ইত্যাদি। সেগুলি অবিশ্বাস বা অস্বীকার করিলে সকল অবস্থায় কাফের হইবে না; বরং উহার তফসীল নিম্নরূপ হইবে—রেহ্‌ন্ সম্বন্ধীয় কোরআনের আয়াত শ্রবণ করার পর যদি রাহ্‌নের মাস্‌আলা প্রত্যাখ্যান করে, তবে কাফের হইবে। কেননা, তাহাতে প্রকারান্তরে কোরআনকেই অবিশ্বাস করা হইল। রাহ্‌নের মাস্‌আলা অবিশ্বাস করিলে সকল অবস্থায় কাফের না হওয়ার কারণ এই যে, রাহ্‌নের মাসআলা ধর্মের অংশ হওয়া স্পষ্ট নহে। পক্ষান্তরে

www.BANGLAKITAB.com

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাৎ প্রভৃতি ধর্মের অঙ্গগুলির অন্তর্গত। কাজেই এগুলি অবিশ্বাস করিলে সকল অবস্থায়েই কাফের হইবে। এখানে এরূপ আপত্তিও শুনা যাইবে না যে, "এসমস্ত আমল ধর্মের অঙ্গ বলিয়া আমি জানিতাম না"। অবশ্য যদি সত্যিই সে না জানিয়া থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাহার আপত্তি গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু শরীয়তের বিচারে তাহার কোন ওযরই শুনা যাইবে না। ইস্‌লামের হাকিম তাহার উপর কুফরীর হুকুম দিয়া তাহার স্ত্রী-বিচ্ছেদ প্রভৃতির হুকুম জারী করিয়া দিবে। (কিন্তু যদি সে কাফেরের দেশে থাকিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়া থাকে, অতঃপর হিজ্‌রত করিয়া দারুল ইস্‌লামে আসে, তবে হিজ্‌রতের পূর্ববর্তী কালে দারুল হরবে থাকিয়া উক্ত কার্যগুলি ধর্মের অঙ্গ হওয়ার কথা অবিশ্বাস করিয়া থাকিলে সে কাফের হইবে না। কেননা, এমতাবস্থায় ইস্‌লামের বিধান সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞ থাকার যুক্তি সঙ্গত স্পষ্ট কারণ রহিয়াছে।)

মোটকথা, শৃঙ্খলাবিধান ও ধর্মীয় হুকুম জারী করার উদ্দেশ্যে কোন কোন আমলকে ধর্মের প্রতীক পর্যায়ে গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য এই নহে যে, প্রতীক শ্রেণীর অন্তর্গত না হইলে কোন আমল জরুরী ও অপরিহার্য হইবে না। দেখুন আন্তরিক বিশ্বাস। ইহা যদিও প্রচলিত অর্থে প্রতীক শ্রেণীর কার্যগুলির অন্তর্গত নহে (অবশ্য মুখে স্বীকার করা ধর্মের প্রতীক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য) কিন্তু তাই বলিয়া কি আন্তরিক বিশ্বাস ধর্মের জন্য জরুরী নহে?

এই চমৎকার দৃষ্টান্তটি এখনই আমার মনে আসিয়াছে। ইহাতে আমার দাবী সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, ইহা জরুরী নহে যে, যাহা প্রতীক শ্রেণীর অন্তর্গত নহে তাহা প্রয়োজনীয়ও নহে। কেননা, ঈমান ও ইস্‌লামের জন্য আন্তরিক বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু ইহাকে প্রতীক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এই কারণে করা হয় নাই যে, প্রতীকগুলির দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ঈমান প্রকাশ পাওয়া এবং তদনুযায়ী ইস্‌লামের হুকুম জারী করা। ইহা আন্তরিক বিশ্বাসের দ্বারা হাছিল হইতে পারে না। কেননা, আন্তরিক বিশ্বাস সম্বন্ধে কেহ জানিতে পারে না। কিন্তু ইহা এত প্রয়োজনীয় যে, ইসলামের যাবতীয় কার্যসমূহের ইহাই মূল শিকড়; বরং ঈমান ও ইস্‌লামের প্রকৃত নির্ভর ইহার উপরই। আন্তরিক বিশ্বাস ভিন্ন কেহই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুসলমান নহে, যদিও বাহিরে তাহাকে মুসলমানই বলা হইয়া থাকে।

অতএব, ইহা আমাদের বড় ত্রুটি—আমরা প্রয়োজনীয়তাকে কেবল প্রতীক শ্রেণীর সহিত সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। যেগুলি প্রতীক বা শেআরে-দ্বীন নহে সেগুলিকে প্রয়োজনীয় মনে করি না। আন্তরিক বিশ্বাসের দৃষ্টান্তটি এই ভুলকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে এবং বলিয়া দিয়াছে যে, যেগুলিকে ধর্মের

www.BANGLAKITAB.com

প্রতীক বা শেআরের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে সেগুলিকে শে'আরে-দ্বীন এই জন্য সাব্যস্ত করা হইয়াছে যে, লোকে উহাদের সাহায্যে একে অন্যের মুসলমান হওয়া সহজে বুঝিতে পারে, ইহাতে এই কথা বুঝিয়া লওয়া মারাত্মক ভুল যে, যাহা শেআরে-দ্বীন নহে, তাহা প্রয়োজনীয়ও নহে।

॥ যেক্‌রুল্লাহ্‌র অর্থ ॥

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ "এবং আল্লাহ্‌র যেক্‌র অবশ্যই সর্বাপেক্ষা বড়।" ইহার অর্থ—আল্লাহ্‌র যেক্‌র সমস্ত আমলের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী বলিয়াও বড় এবং সমস্ত ফযীলতযুক্ত কার্যের মূলাধার বলিয়াও বড়। এতদ্ভিন্ন এই "আল্লাহ্‌র যেকরই" যাবতীয় নির্দেশাবলী পালন এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কার্যসমূহ হইতে দূরে থাকারও মূল। আর اَكْبَرُ 'খুব বড়' কথাটির দুই অর্থ হইতে পারে। হয়ত আল্লাহ্‌ তা'আলার যেকর নিজেই খুব বড়, কিংবা অন্য কোন বস্তুর তুলনায় বড়। এমতাবস্থায় অর্থ হইবে আল্লাহ্‌র যেকর অন্যান্য যাবতীয় আমল অপেক্ষা বড়।

এই তো বলিলাম আয়াতের ব্যাখ্যা। এখন যেকরুল্লাহ্‌র আবশ্যকতা শ্রবণ করুন যাহার প্রতি অনেক লোকেরই মনোযোগ নাই। প্রথমতঃ আজকাল ধর্মকর্মের প্রতি মানুষ কোন গুরুত্ব দিতে চায় না। আর যাহাদের মধ্যে কিছুটা গুরুত্ব আছে, তাহারা ফরয নামায এবং নফল ও মোস্তাহাবের প্রতি গুরুত্ব দেয়; কিন্তু যেকরুল্লাহ্‌র প্রতি আদৌ মনোযোগ নাই।

এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন—"আপনি যখন মানিয়া নিলেন যে, মানুষ মুস্তাহাবের প্রতি গুরুত্ব দেয়, অথচ মুস্তাহাব কাজের মধ্যে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতও দাখিল রহিয়াছে। আমরা দেখিতেছি অনেকে খুব মনোযোগের সহিত রীতিমত কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিয়াও থাকে। তবে আপনার এই উক্তি কেমন করিয়া যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে যে, আল্লাহ্‌র যেকরের প্রতি মানুষ গুরুত্ব দেয় না। কেননা, তেলাওয়াতে কোরআনও তো আল্লাহ্‌র যেক্‌রের অন্যতম একটি।

ইহার উত্তরে আমি বলিব—আমার উদ্দেশ্যে যেক্‌রে হাকীকী এবং উহাকেই সমস্ত আমলের চেয়ে সর্বাপেক্ষা বড় বলা হইয়াছে। এই যেক্‌রে হাকীকীর প্রতি গুরুত্ব অতি কম, তবে তেলাওয়াতে কোরআনও যেকরের একটি ছুরত বা প্রকার। ইহার প্রতি গুরুত্ব দিলে ইহা অনিবার্য নহে যে, যেক্‌রে হাকীকীর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কেননা, কোন কোন আমলের শুধু বাহ্যিক আকার পাওয়া সম্ভব যাহাতে উক্ত আমলের কোন ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয় না। অন্যথায় যদি উহার হাকীকত

www.BANGLAKITAB.com

পাওয়া যাইত, তবে অবশ্যই উহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় ক্রিয়া দেখা যাইত, যেমন মাদারীয়া ফকীরদের আপনি দেখিয়া থাকিবেন, তাহারা ওযিফার খুবই পাবন্দ। বুযুর্গদের শেজ্‌রা-নামাও দৈনিক পাঠ করে; কিন্তু রোযা-নামাযের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। অতএব, বুঝা যায়—যেকরের হাকীকত সে হাছিল করিতে পারে নাই। আমার অভিযোগের সারমর্ম ইহাই।

পীরের 'শেজ্‌রা-নামা' পড়া প্রসঙ্গে আমার একটি কেচ্ছা মনে পড়িল। আলী 'হাযীন' নামে ইরানের এক শাহ্‌যাদা বড় কবি ছিলেন, 'হাযীন' তাহার 'তাখাল্‌লুছ'। যদিও শায়েরগণ কখনও 'হাযীন' অর্থাৎ, চিন্তান্বিত হয় না; বরং সর্বদা مسرور অর্থাৎ, আনন্দিত থাকে এবং আনন্দের উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টায়ই সদাসর্বদা ব্যাপৃত থাকে। সুতরাং এই শাহ্‌যাদা-কবি নামে মাত্র "হাযীন" ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে হাযীন ছিলেন না; বরং বড়ই কৌতুক প্রিয় ছিলেন। যখন তিনি দিল্লী আসিলেন, এক রঈস লোকের বাড়ী ভাড়া করিলেন। শাহ্‌যাদা যেহেতু আরামপ্রিয় ছিলেন সুতরাং বাড়ীর মালিক, উক্ত আমীর লোকটি তাঁহার আরামের সর্ববিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিলেন। সেই বাড়ীর এক কোণে জনৈক মাদারীয়া ফকীর বাস করিত। সে রাত্রির শেষভাগে উচ্চ রবে বুযুর্গানে দ্বীনের শেজ্‌রা-নামা পড়িত। ইহার ফলে আলী হাযীনের ঘুম ছুটিয়া যাইত। অতঃপর সেই ফকীর তো শেজ্‌রা-নামা শেষ করিয়া সম্ভবতঃ শুইয়া পড়িল। কারণ ফজরের নামাযে তো তাহার কোন আবশ্যক নাই। কিন্তু আলী 'হাযীন' ভোর পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করিতে থাকিল। প্রাতঃকালে রঈস লোকটি তাহার মেযাজের খবর জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া বলিল, জানাবের কোন প্রকার কষ্ট হয় নাই তো? আলী হাযীন বলিল—সর্বপ্রকারেই শান্তিতে ছিলাম; কিন্তু একটি কষ্ট হইয়াছে। উহা দূর করিয়া দিন। তাহা এই যে, এই তায্‌কেরাতুল আউলিয়াকে এখান হইতে সরাইয়া দিন। তায্‌কেরাতুল আউলিয়া খুব মজার উপাধি দিলেন। কেননা, শেজ্‌রা-নামায় বুযুর্গানের তায্‌কেরাই হইয়া থাকে। অতএব, দেখুন তাহারা ওযিফার প্রতি তো খুবই গুরুত্ব প্রদান করে, কিন্তু অন্যান্য আমলের প্রতি গুরুত্ব থাকে না।

থানা ভোয়ান শহরে এক বুযুর্গ এখনও জীবিত আছেন। তিনি নিজে আমার নিকট বলিয়াছেন: "আমার নামায হয়ত কোন কোন সময়ে কাযা হইয়া যায়। কিন্তু পীরের শিখান ওযিফা কখনও কাযা হয় না।" আচ্ছা বলুন তো এই যেকেরকে আপনারা যেক্‌রে হাকীকী বলিতে পারেন? কখনও পারিবেন না। ইহা কেমন যেক্‌রে হাকীকী, যাহা অন্যান্য আমল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল? অতএব, বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা যেক্‌রে হাকীকী নহে; বরং শুধু যেক্‌রের বাহ্যিক আকার।

www.BANGLAKITAB.com

॥ উসিলা গ্রহণের স্বরূপ ॥

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, আপনি পীরের শেজ্‌রা-নামাকে ওযীফার মধ্যে কেমন করিয়া শামিল করিলেন? ইহার উত্তর এই যে, শেজ্‌রা নামার মূল উদ্দেশ্য উসিলা ধরিয়া আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা, আর দোআ যেকেরেরই একটি শাখা। ইহা তো সেই শেজ্‌রা-নামা যাহাতে বুযুর্গানে-দ্বীনের উসিলা লইয়া আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করা হয়। যেমন, আমাদের হাযী ছাহেব কেব্‌লার 'শেজ্‌রা-নামা'। ইহা ছাড়া আরও এক প্রকারের শেজ্‌রা আছে যাহাতে পীরের নামের ওযীফা পাঠ করা হয়। যেমন: يَا شَيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ شَيْئًا لِلّٰهِ ইহা না জায়েয।

আল্লামা ইব্‌নে তাইমিয়্যাহ্‌ প্রথম প্রকারের শেজ্‌রাকেও না জায়েয বলেন। কেননা, তিনি মৃত ব্যক্তির উসিলা গ্রহণ করাকে সকল অবস্থায়ই নিষিদ্ধ বলেন। মাস্‌আলাটি যদিও এজ্‌তেহাদী, কিন্তু একথা আমি অবশ্যই বলিব যে, তাঁহার মত গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা, উসিলা গ্রহণের সারমর্ম এই যে, "ইয়া আল্লাহ্‌! অমুক বুযুর্গের তোফায়েলে আমার অবস্থার প্রতি রহম করুন।" এখানে শুধু একটি প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমের মধ্যে উক্ত বুযুর্গের বুযুর্গীর কি অধিকার আছে এবং উহার সহিত কি সম্পর্ক আছে? এই প্রশ্নটিকে আমি বহু আলেমের নিকট উত্থাপন করিয়া মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু কাহারও দ্বারা ইহার মীমাংসার আশা ছিল না। এই প্রশ্নটির মীমাংসা এক জায়গায়ই সম্ভব ছিল। কিন্তু সেখানে আদব রক্ষার্থে অধিক কিছু নিবেদন করার সাহস হয় নাই। অর্থাৎ, হযরত মাওলানা গঙ্গুহী (রঃ) দ্বারা ইহার মীমাংসা হইতে পারিত। কিন্তু আমি হুযূরের নিকট যখন আবেদন করিলাম, হযরত! পীরের বা বুযুর্গানে-দ্বীনের উসিলা গ্রহণের হাক্বীকত কি! তিনি বলিলেন, প্রশ্নকারী কে? হযরত তখন আমার আওয়ায শুনিতে পান নাই এবং দৃষ্টি শক্তিও তাঁহার লোপ পাইয়াছিল। অতএব, আমি নিবেদন করিলাম। "প্রশ্নকারী আশ্‌রাফ আলী"। হযরত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি উসিলা গ্রহণের হাক্বীকত জিজ্ঞাসা করিতেছ?" আমি নীরব হইয়া গেলাম। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবার সাহস পাইলাম না। কেননা, পুনরায় প্রশ্ন করিতে লজ্জা বোধ হইল। হুযূর মনে করিবেন, এমন সহজ কথা জানে না? অথবা ইহাও বলিতে পারেন যে, আদবের জন্য নীরব হইয়া গেলাম এবং মনে করিলাম—হযরত এখন এই মাসআলাটি বর্ণনা করিতে চান না। কিন্তু হযরতের শান এই যে:

اے لقائے تو جواب ہر سوال + مشکل از تو حل شود بے قیل وقال

"আপনার সাক্ষাৎ লাভেই সকল প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। বিনা তর্ক-বিতর্কে আপনার নিকট সকল জটিল সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়।" হযরত যদিও স্পষ্ট ভাবে 'তাওয়াস্‌সুলের হাক্বীকত বর্ণনা করেন নাই, কিন্তু হযরতের

www.BANGLAKITAB.com

বরকতে সন্দেহ দূর হইয়া গিয়াছে। আমি নিজে নিজেই উহার হাকীকত বুঝিতে পারিলাম।

গভীর মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন। এই হাকীকতটি বুঝিতে আপনারা কোন কিতাবে পাইবেন না এবং ইহা স্মরণ রাখিলে বড় একটি জটিল প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইবে। তাহা এই যে, বুযুর্গানে দ্বীনের উসিলা গ্রহণে বলা হয়—ইয়া আল্লাহ্! অমুক বুযুর্গের উসিলায় আমার অবস্থার প্রতি রহম করুন। ইহার হাকীকত এই যে, ইয়া আল্লাহ্! আমার বিবেচনায় অমুক বুযুর্গ লোক আপনার একজন প্রিয় বান্দা। আর আপনার প্রিয় বান্দাগণের সহিত মহব্বৎ রাখা সম্বন্ধে আপনার যে রহমতের প্রতিশ্রুতি আছে اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ অর্থাৎ, "মানুষ তাহারই সঙ্গে গণ্য হইবে যাহাকে সে মহব্বত করে।" আমি সেই রহমতের প্রার্থনা করিতেছি। অতএব, উসিলা গ্রহণের মাধ্যমে এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওলীদের সহিত নিজের মহব্বত প্রকাশ করিয়া উক্ত মহব্বতের জন্য রহমত এবং সওয়াব প্রার্থনা করিতেছে এবং আল্লাহ্‌র ওলীদিগকে মহব্বত করা যে রহমত এবং সওয়াব প্রাপ্তির কারণ তাহা কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যাহারা একে অন্যকে মহব্বত করেন তাঁহাদের ফযীলত সম্বন্ধে বহু হাদীস রহিয়াছে।

এখন আর এই প্রশ্ন হইতে পারে না যে, আল্লাহ্‌র রহমতের মধ্যে "বুযুর্গ লোকের বুযুর্গী এবং বরকতের কি অধিকার আছে?" অধিকার এই আছে যে, উক্ত বুযুর্গ লোকের সহিত মহব্বত রাখা আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতেরই একটি শাখা এবং আল্লাহ্‌র সহিত মহব্বত রাখার জন্য সওয়াবের পরিষ্কার ওয়াদা রহিয়াছে। এই তাক্‌রীরের পর আমি وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ "তোমার প্রভুর নেয়ামত প্রচার কর।" নির্দেশের উপর আমল করিয়া নেয়ামত প্রচার স্বরূপ বলিতেছি যে, ইব্‌নে তাইমিয়্যাহ্ যদি এই তাক্‌রীর শ্রবণ করিতেন, তবে বুযুর্গানে দ্বীনের উসিলা গ্রহণ জায়েয হওয়া কখনও অস্বীকার করিতে পারিতেন না। কেননা, ইহার বর্ণিত সমস্ত দলীলই বিশুদ্ধ এবং নিখুঁত।

॥ আল্লাহ্‌র সঙ্গে বেআদবী ॥

আমার ভাল ধারণা এই যে, ইবনে তাইমিয়্যাহ্ (রঃ) তাঁহার যুগের জাহেলদের তাওয়াস্‌সুল নিষেধ করিয়াছেন। জাহেলগণ উসিলা গ্রহণ না করিয়া বুযুর্গানে-দ্বীনের রূহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করিয়া থাকে। (অথবা তাহারা আল্লাহ্‌র ওলীদিগকে 'কুদরতের কারখানায়' এবং খোদার কাজে হস্তক্ষেপের অধিকারী বলিয়া মনে করিত। অর্থাৎ, তাহাদের ধারণা আল্লাহ্ তা'আলা বহু কাজ তাঁহাদের হাতে সোপর্দ করিয়াছেন। তাঁহাদের মাধ্যমেই সমস্ত কাজ সমাধা হইতে পারে।

www.BANGLAKITAB.com

আজকালও এরূপ ধারণার লোক অনেক আছে। এক দরবেশের মুরিদগণকে দেখা গিয়াছে যে, তাহারা নিজেদের পীরের নামের ওযীফা জপ করে। আমি অবশ্য সেই দরবেশকে দেখি নাই। কাজেই আমি তাহাকে কিছু বলিতেছি না। কিন্তু তাহার মুরিদগণকে দেখিয়াছি। তাহারা বলিয়া থাকে—'ওয়ারেস্' খোদার নামও তো বটে, তবে يَا وَارِثُ ওযীফা করাতে দোষ কি? আমি বলি—খোদার নাম কি শুধু 'ওয়ারেস্ই' আছে? তাঁহার সমস্ত নাম ছাড়িয়া এই নামের ওযীফা করার অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, نعوذ بالله খোদা এস্থলে এই জন্য পছন্দ হইয়াছে—যেহেতু পীরের নাম ও খোদার নাম একই। اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ — اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ। আর এই নিয়ত যদি নাও থাকে তথাপি উহাতে সন্দেহের অবকাশ তো রহিয়াছে। শরীয়ত এরূপ সন্দিহান কাজ হইতেও নিষেধ করিয়াছে।

আমাদের দলেও কিছুকাল পূর্বে এই রোগ ঢুকিয়াছিল। কেহ কেহ চিঠি পত্রের বা কোন প্রকার লেখার মধ্যে بِاِمْدَادِ اللّٰهِ। কিংবা هُوَ الرَّشِيْدُ লেখা আরম্ভ করিয়াছিল, (যাহাতে হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ ছাহেব ও হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ গাঙ্গুহী ছাহেবদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। আমি তাহা নিষেধ করিয়া দিয়াছি। কি বলিব! ইহাতে আমার কি পরিমাণ কষ্ট হইত আমার নিকট তো উহা হইতে শিরকের গন্ধ আসিত। কেন? ইহার পরিবর্তে بِعَوْنِ اللّٰهِ। লিখিতে পারিত না? বন্ধগণ! আদব এবং মহব্বত এমন বস্তু যে, মাতবায়ে নেযামীর প্রোপ্রাইটার আবদুর রহমান খাঁন সাহেবের নাপিতের নামও ছিল আবদুর রহমান। খাঁন সাহেবের বংশধরগণ নাপিতের নাম পরিবর্তন করিয়া আবদুল্লাহ্ রাখিয়া দিল, যেন ডাকার সময় খান সাহেবের মনে কষ্ট না হয় এবং নামে শরীক থাকা ও সমকক্ষতার সন্দেহ না হয়।

তবে কি সূফী এবং আলেমদিগকে নামে অংশীদার হওয়া এবং সমকক্ষতার কল্পনা হইতে দূরে থাকা উচিত নহে? কিন্তু আফ্সুস, আজকাল লোকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আদব রক্ষা করে না। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবশ্য কিছুটা আদব রক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মোটেই আদব রক্ষা করে না। আবার এবিষয়ে একটি বয়েতাংশও প্রসিদ্ধ আছে—با خدا دیوانه باش و با محمد هوشیار—"খোদার সঙ্গে পাগল হও, আর মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সহিত হুশিয়ার থাক।" প্রথমতঃ এ সম্বন্ধে প্রশ্ন হয় যে, এই বাক্যটি কোরআন না হাদীস? ইহার অনুসরণ করা কেন জায়েয হইবে? দ্বিতীয়ত, ইহা কোন আল্লাহ্ওয়ালা লোকের উক্তি হইলে ইহার অর্থ

www.BANGLAKITAB.com

শুধু এতটুকু যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে যেমন ডাকিয়া থাকি যে, "ইয়া আল্লাহ্। আমাকে রেযেক দান কর।" এইরূপে হুযূরের নাম লইও না; বরং হুযূরের নামের সহিত সম্মান সূচক শব্দ ব্যবহার করিও। আল্লাহ্ তা'আলাকে এরূপ সাদাসিধা ভাবে ডাকা জায়েয হওয়ার কারণ—ইহা 'তাওহীদ' বুঝায়, দ্বিতীয়তঃ, আল্লাহ্ তা'আলার যেকের অধিক পরিমাণে করিতে হয় এবং অধিক যেকেরে সম্মানসূচক গুণাবলী উল্লেখ করা কঠিন হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার সহিত এইরূপে লোকে বেআদবী করিয়া থাকে যে, কোন যুবকের মৃত্যু হইলে তখন সমাজের লোক একত্রিত হইয়া বলাবলি করে—"আহা! কেমন অসময়ে মৃত্যু হইল; বেচারার ছোট ছোট শিশু নিরাশ্রয় রহিয়া গেল। যেন সকলে মিলিয়া মীমাংসা করিয়া লইয়াছে যে, এই মৃত্যু অসময়ে এবং অসংগত হইয়াছে। অতঃপর এ সমস্ত বুদ্ধির ঢিপাই বলে, ভাই! অদৃষ্ট সম্বন্ধে কাহারও টুঁ শব্দটি করিবার জো নাই। আল্লাহ্ বড়ই বেপরোয়া। যেন এই অসময়ে মৃত্যু ঘটাইবার দরুন আল্লাহ্ তা'আলাকে তাহারা বেপরোয়া স্থির করিয়া বসিয়াছে। (نعوذ باللہ) তাহাদের মতে খোদা বেপরোয়া হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্র নিকট কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা নাই। কাহারও অবস্থার প্রতি দয়া নাই। অতএব, আল্লাহ্র রাজ্য যেন অযোধ্যার রাজ্য কিংবা নাইয়াও নগরের রাজ্য যেখানে ন্যায় বিচারের কল্পনাও নাই।

আন্নাইয়াও নগর সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে একটি গল্প মশ্‌হুর আছে। এক গুরু ও শিষ্য ভ্রমণ করিতে করিতে কোন এক বস্তিতে আসিয়া পৌঁছিল। উহার নাম ছিল 'আন্নাইয়াও নগর'। সেখানে তাহারা দেখিতে পাইল—বাজারে সকল জিনিষের এক দাম। দুধও এক টাকায় ষোল সের, ঘিও এক টাকায় ষোল সের, কাগজও এক টাকায় ষোল সের। গুরুজী শিষ্যকে বলিলেন, এই বস্তি থাকার উপযোগী নহে। ইহা আন্নাইয়াও নগর। এখানে এনসাফের নামগন্ধও নাই। প্রত্যেক বস্তুর এক দর। ইহার অর্থ এই যে, এখানে ছোট বড়র মধ্যে প্রভেদ নাই। এখানে বাস করিলে বিপদের আশঙ্কা আছে। শিষ্য বলিল, না, এখানে দুধ ঘি খুব সস্তা, এখানেই থাকুন। দুধ ঘি যথেষ্ট পাওয়া যাইবে। গুরু বলিল, আচ্ছা থাক, কিন্তু আমার মনে আশঙ্কা হইতেছে।

শিষ্য দুধ ঘি খাইয়া খুব মোটা তাজা হইয়া গেল। কিছুকাল পরে একদিন রাজ দরবারে যাইয়া দেখিল একটি মোকদ্দমা উপস্থিত। মোকদ্দমাটি এই যে, দুই জন চোর চুরি করিতে যাইয়া এক বাড়ীতে সিঁদ কাটিল, তৎপর একজন চোর ঘরে ঢুকিল অপর চোরটি সিঁদের মুখে দণ্ডায়মান ছিল। হঠাৎ উপর হইতে ইট পড়িয়া তাহার মৃত্যু ঘটিল। অতএব, জীবিত চোরটি মোকদ্দমা দায়ের করিল যে, ইট পড়িয়া আমার সঙ্গীর মৃত্যু হইয়াছে। ঘরের মালিকের শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

www.BANGLAKITAB.com

রাজা বাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমন বাড়ী কেন নির্মাণ করিলে ? সে বলিল, ইহা রাজ-মিস্ত্রীর দোষ। রাজ-মিস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল, জোগালদার শ্রমিক গারা আনিত। সে পাত্‌লা গারা আনিয়াছে বলিয়াই গাঁথুনি মজবুত হয় নাই। শ্রমিককে ডাকা হইল, সে বলিল, ইহাতে 'সাক্কার' দোষ। সে পানি অধিক ঢালিয়া দেওয়ার ফলে গারা পাত্‌লা হইয়া গিয়াছে। 'সাক্কাকে' জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, তখন একটি মত্ত হস্তী দৌড়াইয়া আমার দিকে আসিতেছিল। আমি ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়ায় পানি অধিক পড়িয়া গিয়াছে। হস্তীর মাহুতকে ডাকা হইল, সে বলিল, আমার দোষ নাই। একজন স্ত্রীলোক হঠাৎ হাতীর সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তাহার অলঙ্কারের ঝন্ ঝন্ শব্দে হাতী ক্ষেপিয়া গেল। স্ত্রীলোকটিকে ডাকা হইলে সে বলিল, আমার দোষ নাই, স্বর্ণকারের দোষ। স্বর্ণকারকে ডাকা হইলে তাহার নিকট যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ছিল না বলিয়া সে নীরব রহিল। সেই বেচায়ার ফাঁসীর হুকুম হইল। ফাঁসীর ফাঁদ তাহার গলার চেয়ে বড় ছিল। জল্লাদ রিপোর্ট করিল, ফাঁসীর ফাঁদ তাহার গলা হইতে বড়, কাজেই ফাঁদ তাহার গলায় লাগে না। তৎক্ষণাৎ হুকুম হইল স্বর্ণকারকে ছাড়িয়া দাও, কোন মোটা মানুষ আনিয়া ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দাও। তথায় উপস্থিত সকলের মধ্যে সেই শিষ্যই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক মোটা। তাহাকেই ফাঁসী কাষ্ঠের নিকট নেওয়া হইল।

শিষ্য খুব ঘাব্‌ড়াইয়া গুরুকে বলিল, আমাকে রক্ষা করুন। গুরুজী বলিলেন, আমি তোমাকে বলি নাই যে, এই জায়গা থাকার উপযুক্ত নহে ? দুধ ঘি খাওয়ার মজা দেখ। সে বলিল, আমি তওবা করিলাম। এবারের জন্য তো আমাকে রক্ষা করুন, আর কখনও আপনার কথার বিরোধিতা করিব না। গুরুজী ফাঁসীদাতাকে বলিলেন, ইহাকে মুক্তি দিয়া আমাকে ফাঁসী দিন। শিষ্য যখন দেখিল যে, "তাহারই জন্য গুরুজী স্বয়ং ফাঁসী কাষ্ঠে আরোহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন তাহার মন ইহা পছন্দ করিল না যে, সে জীবিত থাকিবে আর তাহারই জন্য গুরুজীর ফাঁসী হইবে। অতএব, সে বলিল, কখনই হইতে পারে না ; বরং আমাকেই ফাঁসী দাও। এখন ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হইল। শিষ্য বলে, আমাকে ফাঁসী দাও, গুরুজী বলেন, না, আমাকে দাও। রাজা ইহা জানিতে পারিয়া গুরুকে ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা ঝগড়া করিতেছ কেন ? সে বলিল, হুযুর ! আমি জানিতে পারিয়াছি ইহা মহেন্দ্রক্ষণ। এই মুহূর্তে যে ব্যক্তি ফাঁসী প্রাপ্ত হইবে সে সোজাসুজি বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইবে। অতএব, আমি চাহিতেছি যে, আমারই ফাঁসী হউক, রাজা বলিলেন, আচ্ছা এই কথা ? ব্যাস্, তবে আমাকেই ফাঁসী দেওয়া হউক। অনন্তর রাজাকেই ফাঁসী দেওয়া হইল। "خس کم جہان پاک" "একটা অপদার্থ মরিল, খোদার দুনিয়া পাক হইল।" সমস্ত ঝগড়াই চুকিয়া গেল। গুরুজী শিষ্যকে বলিলেন,

www.BANGLAKITAB.com

ব্যস্, আর নয়, এখান হইতে সরিয়া পড়। এই স্থানটি বাস করার উপযোগী নহে। এই গল্পটি এমনি একটি দৃষ্টান্তের মত মনে হয়। কিন্তু এই গল্পে বিশৃঙ্খলা ও বে-ইন্‌ছাফীর সুন্দর ছবি আঁকা হইয়াছে। আজকাল মানুষ (نعوذ باللہ) আল্লাহ্ তা'আলাকে সেই আন্নাইয়াও নগরের রাজা মনে করিয়া লইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলাও যেন অসঙ্গত অযৌক্তিক অসাময়িক কাজ করিয়া থাকেন। একথাটি আজকাল এরূপ ভাষায় বলা হয় যে, খোদা বড়ই বে-পরোয়া। যেরূপ ক্ষেত্রে এই বাক্যটি ব্যবহার করা হয়, কুফরী অনিবার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহাতে দেওবন্দী আলেমগণেরই ধৈর্য যে, তাহারা এ সমস্ত লোকের উপর কুফরী ফতুয়া দেন না। কেননা, এসমস্ত লোক জানে না যে, এরূপ বাক্য উচ্চারণে কাফের হইতে হয়, কিংবা তাহারা কুফরীর নিয়তে এরূপ কথা বলেও না।

বন্ধুগণ! ইহাও ঠিক যে, খোদা তা'আলা বে-পরোয়া। কিন্তু পরোয়া শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। 'পরোয়া' শব্দের অর্থ অভাবও হয়, ইহার অর্থ মনোযোগ এবং লক্ষ্যও হয়। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলাকে এই অর্থে বে-পরোয়া বলা যাইতে পারে যে, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি কখনও এই অর্থে বেপরোয়া হইতে পারেন না যে, তিনি কাহারও মুছলেহাত অনুযায়ী কাজ করেন না; বরং আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁহার বান্দাদের সুখ-সুবিধা ও মঙ্গলের প্রতি পূর্ণরূপে লক্ষ্য রাখা হয়। কিন্তু তিনি নিজের কাজের যুক্তি ও মঙ্গলময় পরিণাম সম্বন্ধে তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁহার কাজের যুক্তির অপেক্ষায় থাকা আমাদেরও উচিত নহে, আমাদের ধর্ম এই হওয়া উচিত—

زبان تازہ کردن باقرار تو + نیندیشیدن علت از کار تو

"তোমার কার্যাবলী ন্যায়সঙ্গত হওয়ার স্বীকৃতি দ্বারা যবান সতেজ রাখা উচিত, তোমার কাজের কারণ ও যুক্তি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।"

আর ইহাও আমাদের ধর্ম—هر چه آن خسرو کند شیرین بود "সেই মহা মহিমান্বিত বাদশাহ্ যাহাকিছু করেন তাহাই আমাদের জন্য মিষ্ট।"

বন্ধুগণ! একজন ঘৃণ্য গণিকাকেও তাহার কোন প্রেমিক তাহার কাজ-কর্ম ও আদেশ-নির্দেশের কারণ এবং যুক্তি জিজ্ঞাসা করে না। শুধু এই কারণে যে, সে তাহাকে ভালবাসে। হাকিম ও মুনীবকেও কেহ তাহাদের আদেশের কারণ এবং যুক্তি জিজ্ঞাসা করে না। কেননা, অন্তরে তাহাদের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। রীতি এই যে, মহব্বৎ এবং শ্রেষ্ঠত্ব বোধ থাকিলে কেহ তাহার কাজের যুক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে বা উহার অবগতির অপেক্ষায় থাকিতে পারে না। অতএব, যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও কার্যের কারণ এবং যুক্তি জানিবার পশ্চাতে লাগিয়াছে প্রকৃত পক্ষে তাহাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বৎ এবং শ্রেষ্ঠত্ববোধ যতটুক থাকা

www.BANGLAKITAB.com

উচিত ততটুকু নাই। সুতরাং একথাই ঠিক যে, আল্লাহ্ তা'আলা বে-পরোয়া হওয়ার অর্থ তিনি কাহারও মোহ্‌তাজ নহেন। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ - إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ -

"আর যে কেহ পরিশ্রম করে সে নিজের জন্যই পরিশ্রম করে। নিঃসন্দেহ, আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ববাসী হইতে অভাবশূন্য।" এখানে মানুষের এবাদত হইতে তাঁহার অভাবশূন্যতা প্রকাশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রিয়াযত ও এবাদতের জন্য মোহ্‌তাজ নহেন। আর একস্থানে বলেন :

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ

"তোমরা যদি আল্লাহ্‌র সহিত কুফ্‌রী কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কোন পরোয়া রাখেন না এবং তিনি নিজের বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দও করেন না।" এখানে নাফরমানী ও কুফরী হইতে নিজের বেপরোয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ, তোমাদের নাফরমানী ও কুফরীর ফলে তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না ; বরং তাঁহার শান এইরূপ :

من نه کردم خلق تا سودے کنم + بلکه تا بر بندگاں جودے کنم

"আমি কোন লাভের আশায় বান্দা সৃষ্টি করি নাই ; বরং এই বান্দাদের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য করার উদ্দেশ্যেই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি।"

কোরআনে যাহা বর্ণিত আছে আল্লাহ্ তা'আলার বে-পরোয়া হওয়ার অর্থ তাহাই। আর যে অর্থে লোকে তাঁহাকে বেপরোয়া বলিয়া থাকে তাহা কুফরী। কেননা, رؤف رحيم গুণে সমগ্র কোরআন পরিপূর্ণ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

"আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি খুব দয়ালু ও মেহেরবান।" মোটকথা, আজকাল মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার শানে বড়ই বেআদবী করিয়া থাকে। কেহ يَا وَارِثُ নামের ওযীফা পড়ে কেহ بِإِمْدَادِ اللَّهِ লেখে।

॥ আদবের তা'লীম ॥

নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের তো সামান্য সামান্য ব্যাপারেই কানমলা দেওয়া হয়। আমাদের মূর্খতাই এখন আমাদের কাজে লাগিয়াছে। এসমস্ত বিষয়ে আমাদিগকে পাকড়াও করা হইতেছে না কিংবা কম হইতেছে। এক বুযুর্গের ঘটনা আমি কোন একটি কিতাবে দেখিয়াছি। কোন একটি বস্তু সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল "বড়ই لطيف" (মুলায়েম, পবিত্র, উত্তম বা অন্য কোন

www.BANGLAKITAB.com

অর্থে) তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধমক দেওয়া হইল, ওহে বেআদব! لطیف আমার নাম, অপরের সম্বন্ধে এই নাম কেন ব্যবহার করিলে? আমার খুব স্মরণ আছে। এই ঘটনাটি কিতাবে দেখার পর হইতে বহু বৎসর ধরিয়া আমি কোন বস্তুকে لطیف বলি না।

হুযূর (দঃ) আমাদিগকে দৈনন্দিনের কথার মধ্যেও আদব তা'লীম দিয়াছেন। যেমন, তিনি বলিয়াছেন: خبثت نفسی "আমার নাফ্‌স 'খবীস্' হইয়া গিয়াছে" কখনও বলিও না। কেননা, মুসলমানের নাফস্‌ কখনও খবীস হয় না। আর নিজের বান্দী গোলামকে عبدی و امتی বলিও না; বরং فتای و فتاتی বলিও। মোটকথা, আদব বড় জিনিষ। মাওলানা রূমী বলেন:

بے ادب را اندریں رہ بار نیست + جائے او بردار شد دردار نیست

"এই দরবারে বেআদবের কোন সম্মান নাই। তাহার স্থান গৃহের বাহিরে, গৃহের ভিতরে নহে।"

আরও বলেন:

ہر کہ گستاخی کند الدر طریق + باشد او در لجۂ حیرت غریق

"যে ব্যক্তি তরীকতের পথে বেআদবী করে সে অস্থিরতার সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়।" বাতেনের পথে আদবের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব রহিয়াছে। কেননা, বাতেনপন্থীরা খাছ নৈকট্য লাভ করিতে চাহেন। এই পথে আদবের ফলে নানাবিধ নেয়ামত পাওয়া যায় এবং বেআদবী করিলে অনেক নেয়ামত হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব (রঃ) বলিতেন, মাওলানা কাসেম কুদ্দেসা সিররুহুর অনুপম এল্‌মের এক কারণ ইহাও ছিল যে, মাওলানার মধ্যে আদব ছিল যথেষ্ট। যখন বাতেনী পথে শায়খ এবং ওস্তাদের সহিত এত আদব রক্ষা করা আবশ্যক, তবে খোদাতা'আলার সহিত আদব রক্ষা কেন জরূরী হইবে না?

দ্বিতীয়তঃ, মনে রাখিবে যে, বুযুর্গ লোকের নামের ওযীফা পড়া খোদা তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করা তো বটেই, স্বয়ং সেই বুযুর্গ লোকও ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে চীফ্‌ রীডার সাহেবকে কালেক্টর বলিয়া সম্বোধন করে, তবে স্বয়ং চীফ্‌ রীডার সাহেবও ইহাতে নারায হইবেন।

সম্ভবতঃ আল্লামা ইব্‌নে তাইমিয়্যার সময়ে উছিলা গ্রহণের এমনই কোন আকার ছিল। যেমন, মানুষ পীর ও বুযুর্গের নামের ওযীফা পড়িয়া থাকে। এই কারণেই ইচ্ছা করিয়া তিনি এই বিশেষ ধরণের উছিলা গ্রহণকে নিষেধ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সর্বাবস্থায় উছিলা গ্রহণকেই নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। যেমন, আমরা আজকাল 'রাহান' রাখাকে সকল অবস্থায় নিষেধ করিয়া থাকি। কেননা,

www.BANGLAKITAB.com

সর্বসাধারণের অভ্যাস—স্বার্থ ভোগের শর্ত ভিন্ন কোন রাহান রাখা হয় না। অথচ এরূপ 'রাহান' রাখা শরীয়ত অনুযায়ী হারাম।

ইহা তাঁহার কথার ব্যাখ্যা এবং ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন এইজন্য হইয়াছে যে, তিনি একজন মহামানব। কোন কোন আলেম তাঁহাকে মুজতাহেদ পর্যন্ত বলিয়াছেন। নতুবা উছিলা গ্রহণের যে পদ্ধতি আমি বর্ণনা করিলাম তাহা হারাম নহে। যদি বলেন যে, আপনি উছিলা গ্রহণের যে হাক্বীকত বর্ণনা করিলেন তাহা তো কাহারও জানা নাই, তবে এই হাক্বীকতের নিয়তে কে উছিলা গ্রহণ করে?

ইহার উত্তর এই যে, যে বস্তু মূলতঃ জায়েয, তাহা তখন পর্যন্তই জায়েয থাকিবে যখন পর্যন্ত না-জায়েয নিয়ত না করা হয়। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ জায়েয নিয়তে না করিলেও না-জায়েয নিয়তে কখনও উছিলা গ্রহণ করেন না।

॥ বাহ্যিক আকার ও আভ্যন্তরীণ তথ্যের পার্থক্য ॥

আমি বলিতেছিলাম—কবি আলী হাযীন সেই ফকীরকে যে পীরের শেজ্‌রা-নামা পড়িত 'তায্‌কেরাতুল আউলিয়া' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিলেন। আমি গল্পটি বর্ণনা করিয়া ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম যে, দেখুন এই ফকীর পীরের শেজ্‌রা পড়িতেছিলেন। ইহার হাক্বীকত এই যে, সে পীরের উছিলা গ্রহণ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোআ করিতেছিল এবং দোআও যেকেরেরই একটি শাখা। অতএব, বাহ্য দৃষ্টিতে সে যাকেরই ছিল। কিন্তু হাক্বীকী যেকের সে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। কেননা, তাহার রোযা নামায ছিল না। যদি সে সত্যিকারের যাকের হইত, তবে অন্যান্য আমল হইতে শূন্য হইত না। অতএব, তাহার যেকের ছিল বাদামের খোশা! বাদামের শাঁস নহে।

অতএব, যেকের দুই প্রকার। যেকেরের বাহ্যিক আকার এবং যেকেরের হাক্বীকত। শুধু যেকেরই কেন; বরং এইরূপে প্রত্যেক বস্তুই দুই প্রকার। বস্তুর বাহিরের রূপ আর বস্তুর মূল হাক্বীকত।

মানুষও দুই প্রকার বাহ্যাকৃতির মানুষ আর সত্যিকারের মানুষ। মাওলানা তাহাই বলিতেছেন:

این کہ می بینی خلاف آدم اند + نیستند آدم غلاف آدم اند
گر بصورت آدمی انسان بدے + احمد و بوجہل ہم یکسان بدے
اے بسا ابلیس آدم روئے ہست + پس بہر دستے نباید داد دست

"বাহিরে এই যাহাকিছু দেখিতেছি ইহারা আদমের বিপরীত। ইহারা আদম নহে, আদমের খোলস। আকৃতিতেই যদি মানুষ মানুষ হইত, তবে আহ্‌মদ (দঃ) এবং আবু জাহাল এক সমান হইত। ওহে! আদমের ছুরতে অনেক ইব্লীস রহিয়াছে সুতরাং সকল হাতে হাত দেওয়া উচিত নহে।"

www.BANGLAKITAB.com

নামাযেরও দুই প্রকার আছে। বাহ্যিক আকারের নামায আর সত্যিকারের নামায। বিনা ওযূতে নামায পড়িলে তাহা নামাযের বাহিরের আকার হইবে। সত্যিকারের নামায হইবে না। কোন একজন গ্রাম্য বর্বর শুনিয়াছিল ওযূ ভিন্ন নামায হয় না। সে উত্তরে বলিল, بارها کردم و شد "বহুবার করিলাম এবং হইল।"

এইরূপে মাওলানা ইয়াকুব কুদ্দেসা সির্‌রুহুকে কোন এক স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক বর্ণনা করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—ইহাদের বিবাহ সম্পর্ক দুরুস্ত হইতে পারে কি না? তিনি জবাব দিলেন, না, ইহাদের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না। প্রশ্নকারী তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল। আমি তো করিয়াছিলাম, দেখিলাম, হইয়া গেল।

এই প্রকারের ঘটনা মাওলানা শাহ্ সালামতুল্লাহ্ কান্‌পুরী ছাহেবের সময়েও ঘটিয়াছিল। তিনি দুইজন স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ পড়াইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। কেননা, ইহাদের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না। লোকেরা জেদ্ ধরিল, এখন তো বর-যাত্রীরা আসিয়া পড়িয়াছে, যে প্রকারেই হউক বিবাহ পড়াইয়া দিন। মাওলানা ধমক দিয়া বলিলেন, পাগল হইলে না কি? আমি হারামকে হালাল কিরূপে করিয়া দিব? চুলায় যাক তোমার পাঁচ সিকা। তাহারা অগত্যা জনৈক মোল্লাজীকে পাঁচ সিকা দিয়া ইজাব কবুল করাইয়া লইল। অতঃপর মাওলানার নিকট বলিতে আসিল। বাঃ, আমরা শুনিয়াছিলাম, তুমি খুব বড় আলেম, কিন্তু তোমার দ্বারা এই সামান্য কাজটুকু হইল না যাহা আমাদের মোল্লাজী করিয়া দিল। বলা বাহুল্য, এমতাবস্থায় সত্যিকারের বিবাহ তো হয় নাই, তবে বিবাহের বাহ্যিকরূপ পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ, ইজাব কবুল হইয়া গিয়াছে, খোরমা তাক্‌সীম হইয়াছে। মোল্লা পাঁচ সিকা পাইয়াছে, ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই হয় নাই।

প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি কথা মনে আসিয়া পড়িয়াছে। এইরূপে বিপদও দুই প্রকার। বিপদের বাহ্যিকরূপ আর সত্যিকারের বিপদ। ইহা হইতে একটি প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাইবে। প্রশ্নটি এই— আল্লাহ্ বলিয়াছেন:

مَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ

"অর্থাৎ, তোমাদের উপর যে বিপদই আসে, তাহা তোমাদের হাতের অর্জিত কাজের কারণেই আসিয়া থাকে।" বলা বাহুল্য, আম্বিয়ায়ে কেরামের উপরও বিপদ আসিয়াছিল। কোন কোন নবীকে হত্যা করা হইয়াছে। কোরআন শরীফে মৃত্যুকেও বিপদ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। فَاَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةُ الْمَوْتِ "অতঃপর মৃত্যুর বিপদ আসিয়া তোমাদিগকে ধরিল।" এতদ্ভিন্ন ওহুদের যুদ্ধে হুযুর (দঃ)-এর দাঁত মোবারক

www.BANGLAKITAB.com

ভাঙ্গিয়া গেল। মাথায় আঘাত লাগিল। তবে কি نعوذ بالله হযরত আম্বিয়ায়ে কেরামের দ্বারাও কোন পাপ কার্য সংঘটিত হইয়াছিল? যদ্দরুন তাঁহাদের উপর বিপদ অবতীর্ণ হইয়াছিল। হক পন্থীদের মত তো এই যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম নিষ্পাপ ছিলেন। গুনাহ্ হইতে পবিত্র ছিলেন। হাশাবিয়া সম্প্রদায় আম্বিয়ায়ে কেরামের মর্যাদা বুঝে নাই। তাহারা তাঁহাদিগকে নিষ্পাপ মনে করে নাই। আমি বলি, হাশাবীয়া সম্প্রদায়ের এই মত কোরআন হাদীসের খেলাফ তো বটেই, সাধারণ বিবেকেরও খেলাপ। কেননা, দুনিয়ার হাকিমগণও যাহার উপর কোন পদের ভার ন্যস্ত করেন, তাহাকে বাছাই করিয়া পদস্থ করিয়া থাকেন। তবে কি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নবুওওতের পদের জন্য বাছাই হয় না? কিম্বা তাঁহার বাছাই এরূপ ভুল হয় যে, এমন লোকদিগকে নবীর পদে নিযুক্ত করেন, যাহারা অপরকে আইন মানিয়া চলার নির্দেশ দেন; কিন্তু নিজেরা আইন বিরুদ্ধ কাজ করিয়া থাকেন। সাধারণ জ্ঞান কখনও এমন কথা স্বীকার করিতে পারে না। অতএব, প্রশ্নের উত্তর এই যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের উপর যে সমস্ত বিপদ অবতীর্ণ হইতে দেখা যাইত তাহা প্রকৃত বিপদ ছিল না; বরং বিপদের বাহ্যিক রূপ ছিল। ইহা শুধু ব্যাখ্যাই নহে; বরং ইহার একটি প্রমাণও আছে। আমি আপনাদিগকে একটি মাপকাঠি বলিয়া দিতেছি, যদ্দারা বিপদের হাকীকত এবং বাহ্যিক রূপের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন। তাহা এই যে, যে বিপদে মন সংকীর্ণ হইয়া যায় ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় তাহা পাপের কারণে হইয়া থাকে। আর যে বিপদে আল্লাহ্র সহিত সম্বন্ধ উন্নত হয়, আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহ্র বিধানে সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় তাহা প্রকৃত পক্ষে বিপদ নহে যদিও বাহিরে বিপদ বলিয়াই বোধ হয়। এখন প্রত্যেকে নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখুন! বিপদের সময় আপনার অবস্থা কিরূপ হয়। এই মাপকাঠি লইয়াই হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং আউলিয়ায়ে কেরামের বিপদ আর দুনিয়াদারদের বিপদের পার্থক্য নির্ণয় করুন। তখনই বুঝিতে পারিবেন যে, আম্বিয়া ও আউলিয়াদের উপর সে সমস্ত বিপদের ফল এই ফলিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক পূর্বাপেক্ষা আরও উন্নত হইত এবং তাঁহারা নিজদিগকে আল্লাহ্ তা'আলার হাতে আরও অধিক সোপর্দ করিতেন ও আল্লাহ্র বিধানে আরও অধিক সন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহারা চরম আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করিয়া বলিতেন:

اے حریفاں راہ ہارا بستہ یار + آہوئے نیکم و او شیر شکار

غیر تسلیم و رضا کو چارۂ + در کف شیر نر خو نخوارۂ

হে প্রতিদ্বন্দ্বিগণ! বন্ধু পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। আমি হরিণী, আর সে শিকারী বাঘ। আত্মসমর্পণ এবং অদৃষ্টের প্রতি রাযী থাকা ভিন্ন উপায় কোথায় রক্ত পিপাসু নর খাদকের হাতে?" আর ইহাও বলেন:

www.BANGLAKITAB.com

ناخوش تو خوش بود بر جان من + دل فدائے یار دل رنجان من

"তোমার অসঙ্গত ব্যবহারও আমার প্রাণে ভাল লাগে। মনে ব্যথা দানকারী বন্ধুর উপর আমার প্রাণ উৎসর্গীত।"

ইহা হাশাবিয়াদের বোকামি। তাহারা আম্বিয়ায়ে কেরামকে নিজেদের উপর ধারণা করিয়া লইয়াছে এবং উক্তি করিয়াছে যে, তাঁহারাও আমাদেরই মত, তাঁহাদের উপর বিপদ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু ইহা চিন্তা করিয়া দেখে নাই যে, তাঁহাদের ও আমাদের বিপদের মধ্যে আসমান-জমীনের পার্থক্য। এই ভুল ধারণাই তো মানব জাতিকে বরবাদ করিয়া দিয়াছে এবং ইহাই তো একমাত্র কারণ যাহার ফলে অনেক কাফের ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। কেননা, আম্বিয়ায়ে কেরামের বাহিরের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদিগকে নিজেদের ন্যায় মনে করিয়াছে। মাওলানা বলেনঃ

جملہ عالم زیں سبب گمراہ شد + کم کسے زابدال حق آگاہ شد

گفتہ اینک ما بشر ایشاں بشر + ما وایشاں بستۂ خوابیم وخور

ایں ندانستند ایشاں از عمیٰ + درمیاں قرقے بود بے منتہیٰ

کار پاکاں راقیاس از خود مگیر + گرچہ ماند در نوشتن شیر وشیر

"এই কারণে সারা জগৎ পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলার আবদালগণ সম্বন্ধে অনেক কম লোকই অবগত হইতে পারিয়াছে। তাহারা বলে, আমরাও মানুষ তাহারাও মানুষ। আমরা এবং তাহারা সকলেই ঘুমাই এবং খাই। মূর্খতা বশতঃ এসমস্ত লোক বুঝিতে পারে নাই যে, উভয়ের মধ্যে অসীম পার্থক্য রহিয়াছে। পবিত্র বান্দাগণের কার্যকে নিজেদের উপর অনুমান করিও না। যদিও লেখার মধ্যে شیر (বাঘ) এবং شیر (দুধ) একই রকম, কিন্তু উভয় বস্তু এক নহে।" এক ব্যক্তি ইহার সঙ্গে নিম্নোক্ত বয়তটি যোগ করিয়াছে।

شیر آں باشد کہ آدم می خورد + شیر آں باشد کہ آدم می خورد

"شیر (বাঘ) তাহাই যাহা মানুষকে খায়। আর شیر (দুধ) তাহাই যাহা মানুষে খায়"

এইরূপে আলিঙ্গন দুই প্রকারের—চোরকে পাকড়াইয়া দুই বাহুতে জড়াইয়া জোরে চাপিয়া ধরা। এমতাবস্থায় ধারণকারী যতই সুন্দর এবং প্রিয় হউক না কেন চোর তাহার চাপিয়া ধরাতে সন্তুষ্ট হইবে না। কেননা, সে আশেক নহে, সে উক্ত চাপিয়া ধরাতে অস্থির হইয়া পড়িবে, পলাইতে চাহিবে। আর এক প্রকারের চাপিয়া ধরা এই যে, প্রিয়জন তাহার প্রেমিককে আলিঙ্গন করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া খুব জোরে চাপিয়া ধরিল, এখন তুমি তাহার মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ সে কি বলে, সে কি এই চাপের কষ্টে প্রিয়জনের বাহুর বেষ্টনী হইতে বাহির হওয়া পছন্দ করিবে? কখনই না; বরং বলিবেঃ

www.BANGLAKITAB.com

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت + سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

"তোমার তরবারির আঘাতে ধ্বংস হওয়ার সৌভাগ্য যেন দুশ্‌মন লাভ না করে। তোমার দোস্তের মস্তক নিরাপদে রহিয়াছে, তুমি তাহাতে খন্‌জরের ধার পরীক্ষা করিতে পার।" এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলাও মানুষকে দুই প্রকারে চাপিয়া থাকেন, চোরকে চাপেন আর তাঁহার আশেকবৃন্দকেও চাপিয়া ধরেন। চোর তো খোদার ধরাতে ঘাবড়াইয়া অস্থির হইয়া যায়, আর আশেকদের অবস্থা এরূপ হয় যে :

اسیرش نخواهد رهائی زبند + شکارش نجوید خلاص از کمند

"তাহার কয়েদী কয়েদখানা হইতে মুক্তি কামনা করে না, তাহার শিকার ফাঁদ হইতে খালাছ পাওয়ার প্রত্যাশা করে না।" এবং এরূপ অবস্থাও ঘটে :

خوشا وقت شوریدگان غمش + اگر تلخ بینند دگر مرهمش

گدایانے از بادشائی نفور + باسیدش اندر گدائی صبور

دمادم شراب الم در کشند + وگر تلخ بینند دم در کشند

"আল্লাহ্‌র পাগল যাহারা, তাহারা আল্লাহ্‌র চিন্তা কঠিন এবং ব্যথাদায়কই হউক আর মনের অনুকূলই হউক, চিন্তার সময়টুকুকে আনন্দদায়ক মনে করেন। কিছু সংখ্যক ফকীর বাদশাহী হইতে বিমুখ হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারই আশায় ফকীরীতে ছবর করিয়া রহিয়াছে। প্রতি মুহূর্তে দুঃখ-কষ্টের শরাব পান করিতেছে। যদিও তিক্ত বা বিস্বাদ লাগে তবুও উহাই সহ্য করিয়া লয়।"

এখন আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বিপদের একটি বাহ্যিক রূপ এবং একটি আভ্যন্তরীণ প্রকৃত অবস্থা আছে। সত্যিকারের বিপদ যাহাতে মনে পেরেশানী ও অস্থিরতা আসে তাহা অবশ্যই গুণাহের ফলে আসিয়া থাকে। কিন্তু বাহ্যিক বিপদ মর্যাদার উন্নতি এবং মহব্বতের পরীক্ষার জন্যও আসিয়া থাকে।

॥ যেক্‌রুল্লাহ্‌র স্তর ॥

এইরূপে যেক্‌রুল্লাহ্‌রও দুইটি স্তর আছে। একটি যেক্‌রের বাহ্যিক রূপ, যে 'ওযীফাবায' নামায পড়ে না তাহার যেক্‌র যেক্‌রের বাহ্যিকরূপ, সত্যিকারের যেক্‌র তাহার মধ্যে নাই। যেমন, মাটির নির্মিত হাতীর মূর্তি হাতীই বটে; কিন্তু কাজের হাতী নহে। মাটির হাতী প্রসঙ্গে আকবর ও বীরবলের একটি ঘটনা মনে পড়িল।

এক দিন আকবর বীরবলকে বলিল, আচ্ছা তিন জনের হঠকারিতা বড় কঠিন বলিয়া বিখ্যাত। রাজ-হট, স্ত্রী-হট ও বালক-হট। অর্থাৎ, রাজার জেদ্, স্ত্রীলোকের জেদ্ এবং শিশুর জেদ্। ইহাদের মধ্যে রাজা ও স্ত্রীলোকের জেদ্ তো কঠিন বলিয়া মানিয়া নিলাম। কেননা, তাহারা জ্ঞানবান, তাহারা এমন জেদ্ করিতে পারে যাহা

www.BANGLAKITAB.com

পূরণ করা সম্ভব হয় না, কিন্তু শিশুদের জেদ্‌ পূর্ণ করা কিরূপে কঠিন তাহা তো বুঝিলাম না। বীরবল বলিল, হুযুর! সর্বাপেক্ষা কঠিন তো ইহাই বটে। অবশ্য বুদ্ধিমানের পক্ষে সহজ। আকবর বলিলেন, একথা আমার বুঝে আসিল না। বীরবল বলিল, আচ্ছা আমাকে এজাযত দিন, আমি শিশু হইয়া শিশুদের ন্যায় জেদ্‌ করিতে থাকি। আকবর বলিলেন, আচ্ছা; বীরবল উঁ উঁ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আকবর বলিল, কি হইল কেন কাঁদিতেছ? বলিল, আমি হাতী নিব, আকবর পিলখানা হইতে হাতী আনাইয়া দিলেন, আবারও সে কাঁদিতে লাগিল। আকবর বলিল, আর কি চাও? সে বলিল, আমাকে একটি ছোট মাটির পাত্র দিতে হইবে, আকবর একটি পাত্র আনাইয়া দিলেন। তবুও সে কাঁদিতে লাগিল, আকবর জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন আবার কি চাও? বলিল, এই হাতীটিকে এই মৃৎপাত্রে ভরিয়া দাও। এখন আকবর ঘাব্‌ড়াইয়া গেলেন, এই জেদ্‌ কেমন করিয়া পূর্ণ করা হইবে? তখন সে স্বীকার করিল, সত্যিই তো, শিশুর জেদ্‌ বড় কঠিন। কিন্তু তুমি যে বলিয়াছিলে জ্ঞানী লোকের পক্ষে শিশুর জেদ্‌ও পূর্ণ করা সহজ, এই খানে কি বুদ্ধি চালাইবে? বীরবল বলিল, হুযুর! জ্ঞানবানের পক্ষে বাস্তবিক ইহা সহজ। আকবর বলিলেন, আচ্ছা এখন আমি শিশু সাজিতেছি, তুমি আমার জেদ্‌ পূর্ণ কর। ফলতঃ আকবরও উক্ত অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি করিল। কেননা, সে তো একটি অভিনয়ই বীরবলের নিকট শিখিয়াছিল। অতএব, আকবর যখন হাতী চাহিল, বীরবল তাহাকে ক্ষুদ্র একটি মাটির হাতী আনিয়া দিল। যখন মাটির পাত্র চাহিল, তখন বড় দেখিয়া একটি মাটির পাত্র আনাইয়া দিল, আবার হাতীকে মৃৎপাত্রে রাখিতে বলিলে সে সহজে তাহা মৃৎপাত্রে রাখিয়া দিল এবং বলিল, হুযুর! আপনি যে শিশুর জেদ্‌ অনুযায়ী পিলখানা হইতে হাতী আনাইয়া দিয়াছেন ইহাই ভুল করিয়াছেন। শিশুদের জন্য তাহাদের রুচি অনুযায়ী হাতীই আনাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। মোটকথা, মাটির হাতীও শিশুদের নিকট হাতী, কিন্তু জ্ঞানবানদের নিকট উক্ত হাতীর কোন মূল্য নাই।

এইরূপে যেক্‌রের মধ্যেও দুইটি স্তর আছে। যেক্‌রের বাহ্যিকরূপ আর প্রকৃত যেক্‌র। উভয় প্রকারের যেকের পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যেক্‌রে হাকীকী আয়ত্ত হইলে সমস্ত নাফরমানীর কাজ হইতে রক্ষিত থাকা এবং সমস্ত আদেশ পালন করা অনিবার্য হইয়া পড়ে এবং যেক্‌রে হাকীকী খুবই সহজ এবং সংক্ষিপ্ত।

॥ আমাদের ত্রুটি।

কিন্তু আজকাল আমরা ওয়াজেদ আলী শাহের সময়ের 'আহাদী' হইয়া গিয়াছি। (ইহা কেমন শব্দ বুঝা যায় না। আমার মনে হয়, এই শব্দটি احدی; ইহারা যেহেতু একই ব্যক্তির জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। একই ব্যক্তির দেহরক্ষীরূপে সর্বদা একই

www.BANGLAKITAB.com

ব্যক্তির সেবায় রত থাকে। সুতরাং তাহাদিগকে 'আহাদী' বা এককসেবী বলা হয়।) আবার এই কাজ ভিন্ন যেহেতু তাহাদের অন্য কোন কর্তব্য নাই। কেবল প্রয়োজন হইলেই বাদশাহের দেহ রক্ষা করিয়া থাকে এবং এরূপ প্রয়োজন কচিৎই হইত। অন্য সময়ে বেতন খাইত আর আরাম করিত। এই কারণে তাহারা খুব অকর্মণ্য ও অলস হইয়া পড়িয়াছিল। এই আহাদীদেরই একটি ঘটনা বিখ্যাত আছে। দুইজন আহাদী একই স্থানে বাস করিত। তাহারা পরস্পর এই চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল যে, একজন একদিন শুইয়া থাকিবে অপর জন তাহার হেফাযত করিবে। আর একদিন দ্বিতীয় ব্যক্তি শুইয়া থাকিবে এবং প্রথম ব্যক্তি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। এক দিন তাহাদের একজন শুইয়াছিল, জনৈক অশ্বারোহী তাহার নিকট দিয়া যাইতেছিল, সে ডাকিয়া আরোহীকে বলিল, মিঞা অশ্বারোহী একটু এদিকে আস। সে কাছে আসিয়া বলিল, কেন? কি চাও? আহাদী বলিল, আমার বুকের উপর যে বরইটি রহিয়াছে ইহা আমার মুখে ফেলিয়া দাও। আরোহী বলিল, হতভাগা! আমি ঘোড়া হইতে নামিব তারপর বরই তোমার মুখে দিব। তুমি তোমার হাত দ্বারা কেন মুখে তুলিয়া লইতেছ না? সে বলিল। ভাই! এখন আবার হাত নাড়ে কে? মুখ পর্যন্ত নিয়া যায় কে?

তাহার সঙ্গী লোকটি সেখানেই বসিয়াছিল। আরোহী তাহাকে বলিল, তুমিই তাহার মুখে বরইটি তুলিয়া দাও না। সে ঝঙ্কার দিয়া বলিল, জনাব! আমাকে একথা বলিবেন না। আপনি ব্যাপার জানেন না। গতকল্য আমার শয়ন করিয়া থাকার পালা ছিল। এই ব্যক্তি আমার কাছেই বসিয়াছিল। আমি হাই তুলিতেই একটা কুকুর আসিয়া আমার মুখে প্রস্রাব করিয়া গেল। এই হতভাগা উহাকে একটু তাড়াইয়াও দেয় নাই। এখন আমি তাহাকে বরই খাওয়াইব? আরোহী উভয়কে অভিসম্পাত দিয়া চলিয়া গেল।

অতএব, এই নির্বোধেরা যেমন অলসতা বশতঃ একটি সহজ কাজকে কঠিন করিয়া ফেলিয়াছে, তদ্রূপ আমরা সহজকে কঠিন করিয়া রাখিয়াছি। আমরা বুঝিয়া লইয়াছি যে, সেই ব্যক্তিই 'যাকের' যে ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া নির্জনে চলিয়া যায় এবং আরামের সমস্ত ভাল ভাল উপকরণ বর্জন করে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। অবশ্য অনাবশ্যক সাজ-সরঞ্জামের জন্য খুব চেষ্টা এবং ফেকের করা নিন্দনীয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, যাবতীয় আয়েশ ও আরামের সামগ্রী আল্লাহ্ তা'আলা হইতে গাফেল করিয়া ফেলে। তবে বিনা চেষ্টায় যদি আসিয়া যায়, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিজের এক স্বপ্ন বর্ণনা করিয়াছেন :

رَأَيْتُ طَائِفَةً مِّنْ أُمَّتِي رَاكِبِينَ هٰذَا الْبَحْرَ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نَحْوِهِ *

www.BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ, "আমি দেখিলাম যে, আমার উম্মতের মধ্য হইতে একদল লোক সমুদ্রের উপর দিয়া সফর করিয়া জেহাদে গমন করিতেছে। তাহাদিগকে সিংহাসনে আরূঢ় বাদশাহের ন্যায় বোধ হইতেছিল। অর্থাৎ, বাদশাহী সাজসরঞ্জামে সজ্জিত হইয়া গমন করিতেছে।" হুযুর (দঃ) এক দিকে তাঁহাদের ফযীলতও বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ইহাও বলিয়াছেন যে, তাহারা রাজকীয় সাজসরঞ্জামে সজ্জিত হইবে। ইহাতে বুঝা যায় যে, জাঁকজমকপূর্ণ সাজসরঞ্জাম সকল অবস্থায় নিন্দনীয় নহে। আর যে সমস্ত বুযুর্গ লোক সিংহাসন ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ছিল তাঁহাদের হালের প্রাবল্য বশতঃ। অন্যথায় ছাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এইরূপ ছিল যে, তাঁহারা দ্বীনও দুনিয়াকে একত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের অবস্থা এইরূপ ছিল, رُهْبَانٌ اللَّيْلِ لُيُوثُ النَّهَارِ "রাত্রিকালে দরবেশ এবং দিনের বেলায় যুদ্ধক্ষেত্রের সিংহ।"

॥ ফরমাইশে সতর্কতা ॥

হযরত সুলতান নেযামুদ্দীন আউলিয়ার দরবারে রাজকীয় সাজসরঞ্জাম ছিল। কিন্তু নিজ চেষ্টায় তাহা সংগৃহীত হয় নাই; বরং আল্লাহ্ তা'আলা পাঠাইতেন। এই কারণেই একত্রিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার দস্তরখানে সময় সময় বহু উযীর নাযীর ও রাজা বাদশাহ উপস্থিত থাকিত। দরবারের সকলেই তাঁহাদের রুচি অনুযায়ী আহার্য পাইত। একবার উযীর তাঁহার দরবারে হাযির ছিলেন। খাইবার সময় হইয়া গেলে চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, খাবার প্রস্তুত। উযীর সাহেবের অন্তরে তখন কল্পনা হইল যে, এখন মাছের কাবাব হইলে ভাল হইত। সোলতানজী তাঁহার এই কল্পনা কাশ্‌ফের সাহায্যে জানিতে পারিলেন। চাকরকে বলিলেন, একটু থাম।

এই কারণেই তো বুযুর্গানে দ্বীনের দরবারে যাইয়া মনকে খুব সংরক্ষিত ও সংযত রাখা আবশ্যক। কেননা, কোন কোন বুযুর্গ লোক কাশ্‌ফ্ দ্বারা আগন্তুকের মনের অবস্থা জানিতে পারেন। কেহ কেহ জানিতে না পারিলেও আদব এই যে, মনকে কল্পনামুক্ত করিয়া তাঁহাদের দরবারে যাইবে। কেননা, তিনি জানেন বা না জানেন, তোমার আদব উহার উপর নির্ভর করিবে না। তোমরা পিতার সম্মান কি শুধু তাঁহার সামনেই কর? পাছে কি সম্মান কর না?

মোটকথা, সোলতানজী কাশ্‌ফ দ্বারা জানিতে পারিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোআ করিলেন, "কোন স্থান হইতে মাছের কাবাব পাঠাইয়া দিন।" একটু পরে চাকর আবার আসিয়া বলিল: "হুযুর খাবার প্রস্তুত।" তিনি বলিলেন: 'একটু অপেক্ষা কর।' একটু পরে আবারও আসিয়া বলিল: 'হুযুর! আহার্যদ্রব্য ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে।' তিনি বলিলেন: 'আরও একটু অপেক্ষা কর।' এমন সময়ে খাবারের খাঞ্চা মাথায় করিয়া এক ব্যক্তি আসিয়া হাযির হইল এবং বলিল: 'হুযুর অমুক আমীর

www.BANGLAKITAB.com

আপনার খেদমতে সালাম আরয করিয়াছে এবং হুযূরের জন্য মাছের কাবাব পাঠাইয়াছে।' হযরত হাদ্‌য়া কবূল করিলেন এবং খাদেমকে খাবার আনিতে বলিলেন। উযীর সাহেব তখন মনে মনে বলিলেন, সম্ভবতঃ আমার ফরাইশের ফলেই আহারে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে এবং এতক্ষণ কাবাবের অপেক্ষা করা হইয়াছে, অথবা হয়ত ঘটনাক্রমেই কাবাব আসিয়া পড়িয়াছে। দস্তরখান বিছাইয়া সকলের সম্মুখে খাদ্য পরিবেশন আরম্ভ হইল। সুলতানজী বলিলেন: মাছের কাবাব উযীর সাহেবের সামনে অধিক রাখিও। তিনি উহা খুব ভালবাসেন। এখন উযীর সাহেব বুঝিতে পারিলেন। অতঃপর সুলতানজী বলিলেন: উযীর সাহেব! ফরমাইশ করাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু একটু সময় বিবেচনা করিয়া ফরমাইশ করা উচিত। দেখুন, এখন খাওয়ার বিলম্ব হওয়ার দরুন সকলেরই কষ্ট হইল। এখন তো উযীর সাহেব স্থির নিশ্চিত হইলেন যে, কাশ্‌ফের দ্বারা হয়ত তিনি আমার মনের কল্পনা জানিতে পারিয়াছেন।

॥ দ্বীন-দুনিয়ার তারাক্কী ॥

ফলকথা, আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের মধ্যে এমন মহাপুরুষও আছেন, যাঁহারা দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম লইয়াও দ্বীনের মধ্যে তারাক্কী করিয়াছেন। হযরত ওবায়দুল্লাহ্ আহ্‌রারও এই শ্রেণীর বুযুর্গ লোকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁহার দরবারে প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম ছিল? কিন্তু তরীকতপন্থীরা সকলেই তাঁহার কামালিয়ত সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তিনি তৎকালে একজন বিখ্যাত বুযুর্গ লোক ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া মাওলানা 'জামী' তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু মাওলানা জামীর রুচির উপর ফকীরীর প্রভাব অধিক ছিল। তিনি সূফীদের জন্য বাতেনী ফকীরীর সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের দারিদ্রভাবও প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন। খাজা সাহেবের সাজ-সরঞ্জাম এবং জাঁকজমক দেখিয়া তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন এবং উত্তেজনার বশে বলিয়া ফেলিলেন: نه مرد است آنکه دنیا دوست دارد "যে দুনিয়া ভালবাসে সে মানুষ নহে।" এমনকি, রাগান্বিত হইয়া মসজিদে চলিয়া গেলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করিলেন; সুতরাং মসজিদে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন ও স্বপ্নে দেখিলেন—কিয়ামতের ময়দান কায়েম হইয়াছে। এক ব্যক্তি মাওলানা জামীর নিকট আসিয়া দাবী করিতেছে—আমি তোমার নিকট কিছু পয়সা পাইব, পরিশোধ কর অন্যথায় নেকী দাও। তিনি অতিশয় অস্থির হইয়া পড়িলেন, অতঃপর দেখিলেন যে, খাজা ওবায়দুল্লাহ্ সাহেব কোন বাহনে আরোহণ করিয়া তথায় পৌঁছিলেন এবং সেই দাবীদার ব্যক্তিকে বাধা দিয়া বলিলেন: 'ফকীরকে কেন বিরক্ত করিতেছ, এই ব্যক্তি আমার অতিথি। সে বলিল: 'আমি তাঁহার

www.BANGLAKITAB.com

নিকট কিছু পয়সা পাইব।' তিনি বলিলেন: 'আমি এখানে যে ধন-ভাণ্ডার সঞ্চয় করিয়াছি তাহা হইতে নিজের দাবী বুঝিয়া লও।'

মাওলানা জামী এই স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রত হইলেন। তখন যোহরের নামাযের সময় হইয়াছে, এদিকে খাজা সাহেব মসজিদে প্রবেশ করিতেছেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই ব্যক্তি দুনিয়াদার নহে; বরং আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দা। দৌড়াইয়া গিয়া খাজা সাহেবের পদ প্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন এবং মনের কল্পনার জন্য ক্ষমা চাহিলেন ও খেদমত কবুল করার জন্য আবেদন জানাইলেন। খাজা সাহেব সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন: 'আচ্ছা! তুমি যাহা চাহিবে তাহাই হইবে। কিন্তু তোমার সেই বয়েতাংশটি আবার একটু শুনাও, মাওলানা আরয করিলেন, তাহা তো আমার বোকামি ছিল। বলিলেন: একবার তুমি নিজের খুশীতে পড়িয়াছিলে, এখন আমার কথায় একটু পড়। তিনি নির্দেশ অনুসারে শুনাইয়া দিলেন:" نه مرد ست آنکه دنیا دوست دارد 'যে ব্যক্তি দুনিয়া ভালবাসে সে মানুষ নহে'। খাজা সাহেব বলিলেন: 'মন্তব্য তোমার ঠিকই আছে কিন্তু অপূর্ণ রহিয়াছে, কাজেই ইহার সহিত যোগ করিয়া দাও: اگر دارد برائے دوست دارد। "যদি ভালবাসে তবে বন্ধুর জন্যই ভালবাসে।"

॥ নফ্‌সকে চিনিবার মাপকাঠি ॥

বন্ধুগণ! মহব্বতের এক অবস্থা এই যে, নিজের তরফ হইতে মাহ্‌বুব ভিন্ন আর সকলকে ছাড়িয়া কেবল তাহারই দর্শনে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু স্বয়ং মাহ্‌বুব যদি আমাকে কোন এক সম্প্রদায়ের হাকিম নিযুক্ত করেন, তবে সেই শাসন কার্যের শৃঙ্খলা বিধানে মশ্‌গুল থাকাও ঠিক দর্শনই বটে। এই ব্যক্তি হাকিমের পদে থাকিয়াও যাকের এবং প্রত্যক্ষ দর্শনকারী।

এখন একটি কথা বাকী থাকে যে, আমি নিজের আনন্দের জন্যই শাসন শৃঙ্খলা করিতেছি, না শুধু মাহ্‌বুবের আদেশ পালনের জন্য করিতেছি, তাহা কেমন করিয়া বুঝা যাইবে? অতএব, ইহার মাপকাঠি এই যে, যদি সে ব্যক্তি প্রজাবৃন্দকে নিজের চেয়ে কম ওলী মনে না করে। যদিও বড় হইয়াই কাজকর্ম করিতেছে, কিন্তু অন্তরের বিশ্বাসে সকলকে নিজের চেয়ে বড় মনে করে, তবে তাহার এই মনোভাব ইহারই অনুরূপ হইবে যে, সে শুধু মাহ্‌বুবের হুকুম পালনের জন্যই মানুষের শাসন কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে। নিজের নাফ্‌সের আনন্দের জন্য কাজ করিতেছে না। যেমন আল্লাহ্ ওয়ালাগণের অবস্থা এইরূপই হয় যে, তাঁহারা অপরকে শাস্তিও প্রদান করেন এবং ঠিক সেই অবস্থায় নিজের শাসন কার্যকে এইরূপ মনে করেন যেন বাদ্‌শাহ মেথরকে আদেশ করিয়াছেন—শাহ্‌যাদাকে এক শত বেত লাগাও, তখন সে বাদশাহর

www.BANGLAKITAB.com

হুকুম অবশ্যই পালন করিবে, কিন্তু শাহ্‌যাদা হইতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার কল্পনাও তাহার মনে আসিবে না।

॥ সম্পর্ক বর্জনের নাম যেক্‌র নহে ॥

যাহা হউক, সেই ব্যক্তিকেই লোকে যাকের মনে করে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক বর্জন করিয়া ফেলে। যেমন, কোন কোন মূর্খ পীর গর্ব করিয়া থাকে—আমার মুরীদ বিশ বৎসর যাবৎ বিবির সঙ্গে কথা বলে নাই।

একবার আমি আমার বিবিকে চিকিৎসার জন্য মীরাঠে লইয়া গেলাম। তথায় একজন মহিলা আমার নিকট বাইআৎ হওয়ার দরখাস্ত করিল। তখন অন্য একজন স্ত্রীলোক তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, ইঁহার কাছে মুরীদ হইও না। ইনি তো বিবিকে সঙ্গে লইয়া ঘুরিতেছেন। আমার পীরের হাতে বাইআৎ হও। তিনি পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত বিবির সঙ্গে কথা বলেন নাই।" কিন্তু সেই আল্লাহ্‌র বাঁদী একথার প্রতি লক্ষ্য করে নাই যে, এই স্ত্রীলোকটি তাহার অবস্থার ভাষায় জবাব দিতেছে যে, তুমি আমাকে এমন লোকের হাতে বাইআৎ হওয়ার উৎসাহ প্রদান করিতেছ যিনি পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। আমি এমন লোকের হাতে কখনও বাইআৎ হইব না। বন্ধুগণ! এই যে কথা বিখ্যাত রহিয়াছে ঃ

آں کس کہ ترا شناخت جاں را چہ کند + فرزند و عزیز و خانماں را چہ کند

"যে ব্যক্তি তোমাকে চিনিয়াছে, সে প্রাণ দিয়া কি করিবে? সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব এবং বাড়ী-ঘর দিয়া কি করিবে?" ইহার অর্থ এই নহে যে, পরিবার পোষ্যবর্গের হক্ নষ্ট করিয়া ফেল; বরং অর্থ এই যে, পরিবার পোষ্যবর্গের মহব্বত যেন তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত হইতে গাফেল করিতে না পারে। অন্য কথায় যে ব্যক্তি খোদাকে চিনিবে, সে খোদার আদেশ-নিষেধের গুরুত্ব অবশ্যই বুঝিবে। আর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ—পরিবার পোষ্যবর্গের হক আদায় কর। এই হিসাবে নহে যে, তাহারা তোমার; বরং তাহারা খোদার, এই হিসাবে। যেমন, হাদীসে আসিয়াছে, اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ "মানুষ আল্লাহ্‌র পোষ্যবর্গ" এবং তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র বিধান এই যে, اَحَبُّكُمْ اِلَى اللّٰهِ اَحْسَنُكُمْ اِلٰى عِيَالِهٖ অর্থাৎ, "সে ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র অধিক প্রিয় যে আল্লাহ্‌র পোষ্যবর্গ অর্থাৎ তাঁহার মাখ্‌লুকের সহিত অধিক সদ্ব্যবহার করে, বিশেষ করিয়া যে সমস্ত মাখ্‌লুকের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা তাহার জন্য জরূরী। কিন্তু মানুষ এরূপ মনে করে যে, যে ব্যক্তি সংসারের যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া এবং বাসগৃহকে ভূমিসাৎ করিয়া যেকর ও ওযীফায় মগ্ন হয় সে-ই প্রকৃত যাকের ও ওযীফাদার সূফী। কিন্তু বাসগৃহ ভূমিসাৎ করিলে কি লাভ হইবে?